CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 November 2021 ■ আগরতলা ১০ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৩ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রচারে অভিনবত্ব

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচার। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষক স্বল্পতায় ধুকছে রাজ্যের বহু স্কুল

দাবী আদায়ে গণহারে অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য পঠন পাঠন লাটে উঠেছে। একাধিক জায়গায় প্রায় প্রতিদিন শিক্ষকের দাবীতে পথ অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। কোথাও আবার শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে অবরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি স্কুলে তালা দিয়ে দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

শিক্ষকের দাবীতে ফের রাস্তা অবরোধ। ঘটনা কৈলাসহরে। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষন যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পরে। তাতে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। অবশেষে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা অবরোধ ছুটে গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

কৈলাসহর শহর থেকে দশ কি.মি দূরে অবস্থিত সোনামুখী এলাকায় বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলের ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে সকাল সাড়ে দশটায় স্কুল তালাবন্ধী করে। শিক্ষকের দাবিতে তারা কৈলাসহর কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রীতিমতো ছাত্র ছাত্রীরা প্লে কার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন ছাত্র ছাত্রীরা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানায়, অনেক দিন ধরে স্কুলে ফিলোসোফি, এডুকেশন এবং পলিটিক্যাল সায়ন্সের শিক্ষক নেই। যার ফলে ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত পড়াশোনায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের প্রধানশিক্ষককে কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে ডেপুটেশনও দিয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এরপর ছাত্র ছাত্রীরা কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করে গ্রাম থেকে শহরে এসে ঊনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছিল। গত কিছুদিন আগে জেলা শিক্ষা আধিকারিক ছাত্র ছাত্রীদের জানিয়েছিলেন যে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে শিক্ষক দেওয়া হবে।

কিন্তু দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজ অব্দি শিক্ষক দেওয়া হয়নি। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীরা জানায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন মালাকার প্রায়শই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকেন। ছাত্র ছাত্রীরা এও জানায় যে, গত কিছুদিন পূর্বে স্কুলের ফ্যান খারাপ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ফ্যান সারাইয়ের কথা বললে প্রধান শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন এবং প্রধান শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের এও বলেন যে, ছাত্রদের টাকা দিয়ে ইলেকট্রেশিয়ান নিয়ে ফ্যান সারাই করে নিতে। এই কথা শোনে ছাত্র ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।

শহরের শিক্ষাবিদদের মধ্যে অনেকেই বলছেন শিক্ষক স্বপন মালাকার বাম আমলের অবৈধভাবে চাকুরী হাতিয়ে বর্তমানে রাম ভক্ত হয়ে অবৈধ ভাবে স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক শিক্ষিকাদের বঞ্চিত করে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে ধড়াকে সরা জ্ঞান করছেন। ছাত্র ছাত্রীদের রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে প্রায় দুপুর একটা নাগাদ অবরোধ স্থলে স্কুল পরিদর্শক বেনী মাধব চক্রবর্তী এবং ডিসিএম মানস মুড়াসিং বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে অবরোধ স্থলে হাজির হয়ে ছাত্র ছাত্রীদের অবরোধ স্থল থেকে অনুরোধ করে তোলে নিয়ে স্কুলে বৈঠকে বসেন। প্রায় একঘন্টা বৈঠক হবার পর সিদ্ধান্ত হয় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে পলিটিক্যাল সায়ন্সের শিক্ষক দেওয়া হবে এবং রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তার সাথে কথা বলে খুব শীঘ্রই বাকি বিষয়ের শিক্ষক দেওয়া হবে। তাছাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আরও বেশি সংযত হবার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা বলে দেন।

এমবিবি কলেজের নতুন ভবনের দুটি রুমে রক্তের ছাপ, তথ্য অনুসন্ধানে ফরেন্সিক টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। এমবিবি কলেজের নিউ বিল্ডিং এর বারান্দা থেকে শুরু করে দুটি রুমের ভেতর রক্তের ছাপ পাওয়া গেছে। কোথা থেকে আসলো এই রক্ত তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা কলেজ চত্বরএলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছে পুলিশ সহ পরেন্সিক টিম ও ডগ স্কোয়াড।

রাজধানী আগরতলার এমবিবি কলেজের নিউ বিল্ডিংএর দুটি কক্ষ এবং বারান্দায় রক্তের ছাপ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীরা রক্তের ছাপ দেখতে পেয়ে রীতিমতো আঁতকে উঠে। রক্তের ছাপ দেখতে পেয়ে কলেজ ছাত্র ছাত্রীরা বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান। কর্তৃপক্ষের তরফে বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হয়। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার খবর পেয়ে কলেজটি আউট পোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন এমবিবি কলেজের নিউ বিল্ডিং এর ৩০১ এবং ৩০৪ নম্বর কক্ষে রক্তের ছাপ মিলেছে। এছাড়া বারান্দাতেও রক্তের ছাপ রয়েছে।। রক্তের ছাপ দেখতে পেয়ে পুলিশ কর্মীরাও রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান। রক্তের সাপের উৎস সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

খবর পাঠানো হয় ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক ল্যাব এর বিশেষজ্ঞদের কাছেও। তারাও সেখানে ছুটে যান। সেখান থেকে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। তদন্ত ও তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও এখনও পর্যন্ত রক্তের উৎস সন্ধান করা সম্ভব হয়নি।তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন এ সম্পর্কে এখনোই বিস্তারিত কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। বিস্তারিত তদন্তের পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেট হেলথ অথরিটিকে শংসাপত্র কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। কোভিড অতিমারী জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য কেন্দ্রের ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি রাজ্যের স্টেট হেলথ অথরিটিকে শংসাপত্র দিয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান।

তিনি বলেন, কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের মিশন মুডে কাজের প্রতিফলন হচ্ছে এই শংসাপত্র। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ অনেকটা হাস পেয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে মোট কোভিড টিকাকরণ এখন পর্যন্ত হয়েছে ৪২ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর ভোটকে প্রহশনে পরিণত করার চেষ্টা করছে শাসক দল, অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে আগরতলা পুরনিগম এবং রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে আগরতলা পুরনিগম এবং রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গণদেবতাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেন আগরতলা পুর নিগমের ৫১ টি আসনেই তৃনমূল কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত গুলিতে ১০০ শতাংশ প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু রাজ্যের শাসকদলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি দম্পতি আটক চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে

বাজারিছড়া, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। অসম-ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি (অসম ভূখণ্ড) পুলিশ ওয়াচপোস্টে এক জোড়া বাংলাদেশি দম্পতিকে আটক করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীলের নেতৃত্বে ত্রিপুরা থেকে অসমে প্রবেশের মুখে এএস ০১ জেসি ০৯৭৯ নম্বরের শেরওয়ালি নৈশ বাসে তালাশি চালালে গাড়ি থেকে আটক করা হয় বাংলাদেশি দম্পতিকে। এদের মহম্মদ নইম উদ্দিন (২৪) এবং সাবনুর আনসারি (১৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সম্পর্কে তাঁরা স্বামী স্ত্রী। পুলিশের জেরায় ধৃতরা জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানা এলাকার বাঙ্গিরচর গ্রামে।

ধৃতরা স্বীকার করেছেন, তাঁরা প্রথমে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা আসেন। সেখান থেকে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি হয়ে কাজের জন্য বেঙ্গালুরুতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল তাঁদের। উভয়ের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া না গেলেও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বাংলাদেশি দম্পতিকে বাজারিছড়া থানায় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ অফিসার শীল জানান, আগামীকাল বুধবার ধৃতদের করিমগঞ্জে সিজেএম কোর্টে পেশ করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেও চুড়াইবাড়ি পুলিশ আরও দশ জন বাংলাদেশি নাগরিক সহ এক ভারতীয় দালালকে আটক করে আদালতে পেশ করেছিল। আদালতের নির্দেশে তাদের পাঠানো হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা কারাগারে।

শূণ্যপদে নিয়োগ নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্য মন্ত্রিসভা আবগারি দফতরে এক্সাইজ সাব-ইন্সপেক্টরের ৭টি শূণ্য পদে নিয়োগের অনুমোদন করেছে। টি পি এস সি''র মাধ্যমে এই নিয়োগগুলি করা হবে। পাশাপাশি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন রাজের তিনটি আই টি আই- এর জন্য ৫০টি সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর এবং ৬টি এল ডি সি কাম কেশিয়ার পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তসমূহের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, কাঞ্চনপুর, গন্ডাছড়া এবং শান্তিরবাজারে নতুন আই টি আই চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই তিনটি আই টি আই চালানোর জন্যই এই সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর এবং এল ডিসি কাম ক্যাশিয়ার পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে সংঘবদ্ধ হামলায় বিলোনীয়ায় গুরুতর আহত দু'জন, থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ নভেম্বর।। কালিপূজার দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে রক্তারক্তি ঘটনা ঘটলো বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার এলাকায়। থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

জানা যায়, বিলোনিয়া কলেজের ছাত্র ও বহিরাগত কিছু লোক কলেজ স্কোয়ার স্থিত মা মেকানিকেল সার্ভিসিং সেন্টারে হঠাৎ চড়াও হয়। কোন কিছু বোঝার আগেই লাঠি দিয়ে মারতে থাকে দেবব্রত দেবনাথ ও অরিত্রি দেকে। এই মারের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উভয়ে। এলাকার দোকানদারেরা ছুটে এসে , আক্রমনকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে দেবব্রত দেবনাথ(২৫) ও অরিত্রি দে (২৭)কে।

সাথে সাথে গুরুতর আহত দেবব্রত ও অরিত্রিকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর দেবব্রত ও অরিত্রিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় উদয়পুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ নভেম্বর।। শান্তিরবাজার পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্কের কর্মীদের আচরনে বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হবার পর পর ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে নানানপ্রশ্ন জাগছে গ্রাহকদেরমধ্যে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক পরিবর্তনের পর ব্যাঙ্করে চেক বুক থেকে শুরু করে সবকিছু ধীরে ধীরে পরিবর্তন করাশুরু করাহয়েছে। এরমধ্যে গ্রাহকদের নতুনকরে পাসবুক দেওয়াহচ্ছে।

নতুন পাসবুকের জন্য গ্রাহকরা ব্যাঙ্কে গেলে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ স্পষ্টভাবে সকলগ্রাহকদের জানিয়েদেয় বেলা ২ টা ৩০ মিনিটের পর পুরানো পাসবুক জমারেখে নতুন পাসবুক দেওয়াহবে। এর আগে কোনো পাসবুক দেওয়া হবেনা। এইনিয়ে সকালবেলা গ্রাহকরা দুর দুরান্ত থেকে ব্যাঙ্কে গিয়ে পাস বুকের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষাকরে বসে থাকতেহয়। অপরদিকে মঙ্গলবার দেখাগেলো বেলা ২ টা ৩০ মিনিটের পর ব্যাঙ্কের কর্মীরা কিছু সংখ্যক গ্রাহকদের কাছথেকে পাসবুক রেখে অন্যগ্রাহকদের ফিরিয়ে দেয়।

উনারা জানান যে পাসবুকগুলি রাখাহয়েছে সেগুলি প্রিন্ট করতে বেলা ৪ ঘটিকাবেজে যাবে তাই উনাদের দ্বারা বই প্রিন্ট করাসম্ভব হবেনা। এতেকরে গ্রাহকরা দীর্ঘসময় অপেক্ষাকে নিরাশহয়ে ঘর ফিরে যেতেহয়। শান্তির বাজার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে শান্তির বাজারের একজন স্থায়ী বাসিন্দাকে নিয়োগকরাহয়েছে যাকে বর্তমানে পাসবুক প্রিন্টের দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে। উর ব্যাবহারে গ্রাহকরা মর্মাহতহয়ে নিরাশহয়ে ঘরে ফিরেযেতে হচ্ছে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের এইধরনের ব্যাবহারে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের সংখ্যা কমতেথাকবে তা আর বলার অপেক্ষাথাকেনা। এখন দেখার বিষয় শান্তির বাজার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পরিষেবা সঠিক প্রদানে ও গ্রাহদের সুবিধার্থে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

বিশালগড়ের রেশ মেলাঘরে, যুবককে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৯ নভেম্বর।। মেলাঘরের নলছড় এলাকার এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম তাপস নম। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেলাঘরের নলছড় এলাকায় এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। হত্যার অভিযোগ অপর যুবকের বিরুদ্ধে। মৃত যুবকের নাম তাপস নম।বয়স আনুমানিক ২০ বছর।অভিযুক্ত যুবক ঘটনার পর থেকে পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নলছড় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ তাপস নমকে তার এক বন্ধু বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে আসে। ওই সময় তার মা-বাবা এবং স্ত্রী তাকে না যাওয়ার জন্য বলে। কিন্তু বন্ধু নামধারী ওই যুবক বলে সে তার নিজ দায়িত্বে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

কোন অসুবিধা হলে এজন্য সে দায়ী থাকবে বলেও আশ্বস্ত করে। সে অনুযায়ী তাপস নম তার বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়ে সোনামুড়ার দিকে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। নলছড় এলাকার এক ব্যক্তি বাড়ি ফেরার সময় সুইস গেটের কাছে তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ওই ভদ্রলোক দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে তাকে উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সোনামুড়া হাসপাতাল থেকে ফোন করে তার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যান। চিকিৎসকরা তাকে জিবিতে রেফার করেন। জিপিতে নিয়ে আসা হলে রাত দুইটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়।জানা যায় তার মাথার পেছন থেকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে পরিকল্পিতভাবে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে বন্ধু নামধারী ওই যুবক পলাতক। স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তাকে বন্ধু নামধারী ওই যুবক পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে বলে আশঙ্কা পরিবারের লোকজনদের। এ ব্যাপারে থানায় সুনিদৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

এদিকে, বিশালগড়ে নোটন দাস হত্যাকান্ডের মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস ও সোনালী দাসকে ফের আদালতে তোলা হয়। বিশালগড় থানার পুলিশ পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড আবেদন করেন। আদালত চারদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।আর সোনালী দাস জেল হেপাজতে থাকবেন।জেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত চালাবেন।উল্লেখ্য গত ২৫ অক্টোবর বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগরের যুবক নোটন দাস বক্সনগরে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। ২৭ শে অক্টোবর তার রক্তমাখা বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু নিখোঁজ যুবকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত গত ৬ নভেম্বর নোটনের স্ত্রী সোনালী দাস এর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে কলমচৌরা থানাধীন বাগবের গ্রামের অভিজিৎ দাসকে আটক করে পুলিশ। টানা জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করে অভিজিৎ। এবং বাগবের এলাকার একটি গভীর জঙ্গল থেকে মাটি খুঁড়ে নোটনের পচা-গলা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরম বিটুমিন পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক, ঠিকেদারের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাস্তার কাজ করতে গিয়ে গরম বিটুমিন পড়ে গুরুতর ভাবে আহত এক শ্রমিক । ঘটনা বিশালগড়ের চাম্পামুড়া যে এলাকায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণকাজ ও রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কোন ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে না দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা। এর খেসারত দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। সোমবার অভয়নগরে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার বিশালগড়ের চাম্পামুড়া এলাকায় অপর এক শ্রমিক রাস্তায় পিচ ঢালাইয়ের কাজ করতে গিয়ে গরম বিটুমিন পরে রীতিমতো ঝলসে গেছে। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার সকাল ১১:৩০ নাগাদ চাম্পামুড়া এলাকায় রাস্তার কাজ করছিল শ্রমিকরা। কাজ করার সময় এক শ্রমিক গরম বিটুমিন পড়ে যাওয়ায় শরীর ঝলসে গেছে। শ্রমিকটির নাম মামন মিয়া। বয়স ২৪। বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চাম্পামুড়া এলাকায় রাস্তার কাজ করার সময় গরম বিটুমিন তেল মামন মিয়ার সারা শরীরে পড়ে যায়। গরম বিটুমিন তেল পড়ায় রাস্তায় পরে ছটপট করতে থাকে ওই শ্রমিক। অন্যান্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে । বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হওয়ায় তড়িঘড়ি উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করেন আগরতলা জিবি হাসপাতালে।

সূত্রের খবর চাম্পামুড়া এলাকায় রাস্তার কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের গাফিলতির কারনেই শ্রমিকের গায়ে গরম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৪ ▫ ১০ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২৩ কার্ত্তিক ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন

আগামী ২৫নভেম্বর আগরতলা পুরনিগম এবং অন্যান্য পুর পরিষ্কার ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট গ্রহণ। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া এবং প্রত্যাহারের কাজ শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ এলাকায় প্রচার শুরু করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হইল বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাদেরকে বিভিন্ন কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয় নাই। শুধু তাই নয়, যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়াছিল তাহাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচারে বাধা সৃষ্টি করিতেছে শাসক দল। নির্বাচনকে প্রহসনের পরিণত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের চক্রান্ত শুরু হইয়াছে বলিয়া বিরোধীরা অভিযোগ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।কেননা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী দল শক্তিশালী হইলেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হইবে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়এটাই প্রত্যাশা। বিরোধীদলের শক্তিকে পদদলিত করিবার যে কোনো প্রয়াস গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা সংসদ এবং বিধানসভাএমনকি স্থানীয় বডির নির্বাচন সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিরোধীদলের বাকস্বাধীনতা যাহাতে হরণ করিতে না পারে সেজন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।কেননা জনগণের কণ্ঠস্বর হইল বিরোধীরা। বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্তব্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া করিতে বাধ্য।স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারত বর্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সবচেয়ে অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বিরোধের কারণে দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নানা সময়ে প্রশ্নচিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষ। মানুষের কল্যাণ। কোন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে, তাহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। মতের বিভিন্নতা হেতু কোনও দেশ গণতন্ত্রে আস্থা

রাখিয়াছে, কোনও দেশ গ্রহণ করিয়াছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা কমিউনিজম। রাজতন্ত্রও বহাল রহিয়াছে কিছু দেশে। তবে বেশিরভাগ রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক মাত্র, মানুষের দাবি মানিয়া সেসব দেশ আগেই উত্তীর্ণ হইয়াছে গণতন্ত্রে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমনই হোক, সব দেশ পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সংবিধান অনুসারে। সংবিধান অনুসারে ভারত হইল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র যাহার অলঙ্কার। রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছে এদেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রদানের। রাষ্ট্র মানিয়া নিয়াছে সব নাগরিকের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা। নাগরিকদের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি করিবারও অঙ্গীকার রহিয়াছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে সৌভ্রাতৃত্বের উপর। প্রস্তাবনায় পরিষ্কার করা হইয়াছে সৌভ্রাত্ব এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে তাহাতে একদিকে যেমন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে অন্যদিকে সুনিশ্চয় হইবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। সংবিধান নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভারত গ্রহণ করিয়াছে সংসদীয় গণতন্ত্রকে। আমাদের দেশ শুধু আয়তনে বিশাল নয়, আঞ্চলিক বৈচিত্রেও অনন্য। আঞ্চলিক বিচিত্রতার সঙ্গে সংগত করিয়াছে বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। এই বৈচিত্রেরই ফসল বহু রাজনৈতিক দল। ভারতের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াও দলগুলি নিজ নিজ আদর্শে লালিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এমন নিদর্শন বিরল। এইভাবেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে উজ্জ্বল। গণতন্ত্র হইল একটি সংস্কৃতির নাম। নিরন্তর অনুশীলনের ভিতর দিয়া গণতন্ত্র সাবালক ও সাফল্যের পথে এগোয়। এই উপলব্ধির ভিতরেই রহিয়াছে আর-একটি সত্যভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা অনেক, রহিয়াছে অনেক ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি। নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের স্বাদ আরও বেশি পরিমাণে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। তাহার জন্যে প্রয়োজন ইতিবাচক সংস্কার। অধিক গণতন্ত্রের পথে ওই কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের হাতিয়ার হইল মুক্ত মন। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য রাজনীতি না করিয়া জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান তাহা দেশের কল্যাণে অহিতকর। রাজনীতির নামে ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। দেশের গণতন্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে আরো সাবলীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা দেশের জনগণ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই ভোটাধিকার পরিবার মধ্য দিয়া দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে প্রত্যেক জনগণের প্রত্যাশা থাকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাহারা কাজ করিবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল পরিবার চেষ্টা চালাইতেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।পুরো অবাধ ও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করিবার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গরম হইতে যে দাবি জানানো হইয়াছে তাহা যথেষ্ট সংখ্যক। নির্বাচন দপ্তর এবং সরকার ও প্রশাসনকে এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদেই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন এক টাকার ডাক্তার

বোলপুর, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন এক টাকার ডাক্তার।রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে পদ্মশ্রী স্মারকগ্রহণ করেন চিকিৎসক সুশোভন বন্দোপাধ্যায়। বীরভূমের ভূমি পুত্র জেলায় ফিরতেই আনন্দ উচ্ছাসে মাতল বোলপুরবাসী। একজন বিপন্ন মানুষের হাত যিনি ধরেন। তিনি চিকিৎসক। এই ছিল তাঁর সারাজীবনের আদর্শ। তিনি একজন 'এক টাকার ডাক্তার'। নাম ডঃ সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি বোলপুরের হরগৌরীতলায়। যখন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা আন্দোলনে বন্ধ ছিল। তখন গ্রামের গরিব মানুষগুলোর স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত ছিল হরগৌরিতলায় হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটিতে। সব সময় দেখা যায় অগুনিত মানুষের ভিড়। রোগীদের কাছে তাঁর পরিচয়, সব দরজা বন্ধ থাকলেও ভগবানের দরজা বন্ধ থাকে না। তাই আমার মত অনেকেই এখানে চিকিৎসা পায়। কিন্তু 'এক টাকা' কেন? যেখানে বাসে উঠলেই ১০ টাকা! তার উত্তরে তিনি বলেন, একসময় দেখেন গরীব মানুষেরা গামছা পেতে মুড়ি খাচ্ছে। তখন মনে হয়েছিল এই মানুষদের কাছে ১ টাকার বেশী নেওয়া যায় না। সুশোভনবাবুর বাবা বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মা মণিবালা বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহবধূ। আজ এই রোগীরাই সুশোভনবাবুর একমাত্র পরিবার। তাঁদের জন্য তিনি অপেক্ষায় থাকেন। ১৯৬২ সালে সুশোভনবাবু এম বি বি এস পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি (গোল্ড মেডালিস্ট)।। আজ চল্লিশ বছরের বেশী সময় ধরে এক টাকার ডাক্তার। ১৯৭৮ সালে শেফিল্ড থেকে চাকরি ছেড়ে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন ডেপুটি চিফ মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে। সেটাও এক সময় ছেড়ে দিয়ে গ্রামের অসহায় মানুষের জন্য চেম্বার খুলে বসেন। ছোট্ট একটা সেবা নিকেতন। তাতেই চলে দান খয়রাত। রাজনীতিতে আসেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে। তিন থেকে চার বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮৩ সালে জয়ী হন। একসময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক ও সভাপতি হন। এ আই সিসির সদস্যও হন। ১৯৮৩ সালে জ্ঞানী জৈল সিং, তারপর ক্রমান্বয়ে, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, প্রতিভা পাটিল, প্রনব মুখোপাধ্যায় এবং বর্তমানে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বভারতীতে দায়িত্বের সাথে কার্যভার সামলান।

সাভারকর বীর ছিল না বলেই মুচলেকা দিলেন

নরেন্দ্রনাথ কুলে

দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সাভারকরের অবদানের গুরুত্বকে তুলে ধরার প্রয়াস নানা দিক থেকে ঘটে চলেছে সাম্প্রতিক সময়ে। শুধু সাভারকর নয় স্বাধীনতার অনুচ্চারিত ইতিহাসের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে স্বাধীনতার এই পঁচাত্তর বছরে। তবে পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতার এই মুহূর্তে এই প্রয়াসটি এক স্বাভাবিক প্রয়াস। স্বাভাবিক এই কারণে যে বর্তমানে শাসক চাইছেন, স্বাধীনতার এই পঁচাত্তর বছরে। তবে পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতার এই মুহূর্তে এই প্রয়াসটি এক স্বাভাবিক প্রয়াস। স্বাভাবিক এই কারণে যে বর্তমান শাসক চাইছেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে থেকে অপরিচিত কম পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনী মানুষের সামনে তুলে ধরতে। যদিও সাভারকর শাসকরে কাছে কম পরিচিত বলেমনে হয়নি। তাই সাভারকরের অবদানের কথা স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের অমৃত মহোৎস-এ কম পরিচিত স্বাধীনতার সংগ্রামীদের ইতিহাসে প্রকাশ করার কথা বলা হয়নি। অমৃত মহোৎসব সম্প্রর্কিত কমিটি যে পঁচাত্তর জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে সাভারকরের নাম নেই। যাঁদের নিয়ে পঁচাত্তর জন কম পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে নেতাজি ও বিরসা মুণ্ডার নাম উল্লেখ করেছিলেন এই কমিটি। তাহলে বলা যেতে পারে অমৃত মহোৎসব কমিটির কাছে নেতাজির মত স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকরের থেকে কম পরিচিতের মধ্যেই পড়েন। যদিও সকল ভারতবাসী এক কথা মানে কিনা তা কিন্তু বলা মুশকিল নয়। তবু সাভারকরের অবদান আরো বেশি করে মানুষকে জানাতে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। যদিও তাঁর প্রকৃত অবাদনের কথা সমগ্র দেশবাসীর হয়ত জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তাই তাঁকে জানানোর এক প্রয়াস ঘটে চলেছে। তবে তাঁর অবদানের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হল মুচলেকা পর্ব। দ্বীপান্তর থেকে মুক্তি পেতে ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে পঞ্চাশ বছরের সাস্তির তেরো বছরের মাথায় মুক্তি পেয়েছেন একজন বিপ্লবী যখন নিজের মুক্তির জন্য মুচলেকা দিতে পারেন, তখন তাঁর বিপ্লবী চরিত্র যে অটুট ছিল, তাই সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর এই মুচলেকার প্রসঙ্গে বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে সাভারকর নিজের ইচ্ছাতে মুচলেকা দেননি। সাভারকারকে নিয়ে এক বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছে যে দ্বীপান্তর থেকে মুক্তি প্যায়ার জন্য ব্রিটিশের কাছে সাবারকর মুচলেকা দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে। এ সম্পর্কে গান্ধিজি ও সাভারকর নিয়ে চর্চা এখন দেশজুড়ে। সে চর্চা রাজনীতির মানুষজন থেকে বিশিষ্ট মানুষজনের।

আসলে ১৯২০ সালের গান্ধীজির চিঠির একটা অংশ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রীর কথাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজির সেই চিঠি সাভারকারের ছোটো ভাইয়ের চিঠির উত্তরে লেখা চিঠি। গান্ধীজীকে লেখা সভারকরের ছোটো ভাইয়ের সেই চিঠি পরে পাওয়া যায়নি। গান্ধীজী একন ব্যারিস্টার ছিলেন। আর সেই মত তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া যে হয়নি তা কিন্তু সেই চিঠি পেলে প্রমাণ হতে পারত। গান্ধীজী চিঠিতে বলেছেন, উপদেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন, তবে পরামর্শ হিসেবে আবেদন করতে বলেছেন। কিন্তু নির্দেশ বা আদেশ বলতে যা বোঝায় সেই চিঠি তা কিন্তু বলে না। তর্কের খাতিরে তাও যদি ধরে নিই যে গান্ধীর নির্দেশ বা আদেশ সাভারকার মুচলেকা দিয়েছেন, তাহলে ১৯২০ সালের আগে ১৯১১ সালে ও ১৯১৩ সালে ক্ষমা চেয়ে ব্রিটিশ সরকারকে যে চিটি দিয়েছিলেন তা কার নির্দেশে? সে প্রশন সবার। তখন গান্ধীজী ভারতেই ছিলেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী চম্পারন সত্যাগ্রহ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সালটা ১৯১৭। তাহলে ১৯১১ আর ১৯১৩ সালের মুচলেকা উহ্য রাখা কেন?

১৯১১ সালের জুলাইয়ে অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে নির্বাচিত সাভারকরের। আর ওই বছর ৩০ আগস্ট ক্ষমা চেয়ে সরকারকে চিঠি লিখেছেন। তারপর ১৯১৩ (মতান্তরে ১৯১৪) সালে লিখলেন। যেখানে লিখেছেন, একাকী ছয় মাস নির্বাসনে কাটিয়েছি, তারপর যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। পঞ্চাশ বছর এমনভাবে কাটালে মনের জোর পাব কেমন করে? কারো দোৃের জন্য নয় কেবল নিজের দোৃের জন্য আমার সাজা হওয়া উচিত। কেউ না কেউ নিয়ম ভাঙলে তার জন্য সবার সাজা হলে আমি কেমন করে বাচি।..... সরকারের প্রয়োজনে যে কোন দায়িত্ব আমি পালন করতে রাজি আছি। শুধু মহানের পক্ষেই দয়া করা। আর বিপথগামী সনন্তান পিতৃতুল্য সরকারের কাছে দয়া চাইবে না তো কোথায় চাইবে? তাঁকে বীর বলে সরকলের চেনা হলেও চিঠিও বয়ান তার প্রমাণ নয়।

আর ১৯২০ সালের চিঠি যা নাকি গান্ধীজীর নির্দেশে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে, সেই চিঠির উল্লেখ করে গত বছর অক্টোবরে এক জনপ্রিয় দৈনিকে প্রকাশিত এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিবন্ধে সাভারকরকে সুকৌশলী চিন্তাবিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। আন্দামান জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ব্রিটিশের কাছে সাভারকর যে মুচলেকা দেওয়ার ভাবাদর্শ পরবর্তী সময়ে নাকি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে বলে নিবন্ধকার বলেছিলেন। কিন্তু যে বিপ্লবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তার থেকে বিচ্যুত হওয়া কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে কি? আর মুচলেকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য একট সুকৌশল পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু তার জন্য তিনি দেশের কাছে বিশেষ চিন্তাবিদের পরিচিতি লাভ করতে পারে না। যে মুচলেকার জন্য ব্রিটিশ সরকার পাচ সৃষ্টি করেনি। অথচ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে মুচলেকা দিলেন। আর এই স্বতঃপ্রণোদিত মুচলেকা কখনও বৈপ্লবিক হতে পারে না। ১৯২০ সালের ওই মুচলেকা চিঠির এক জায়গায় বলছেন, যারা ছাড়া পেয়েছে, তাদের থেকে আমাদের দুই ভাইয়ের জেলের ব্যবহার কোনোমতেই বেশি আপত্তিজনক নয়। বং গত বছ বছরে, কঠোর সশ্রয় কারাদণ্ড সত্ত্বেও, আমাদের দু'জনের বিরুদ্ধে একটি শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ নেই। এই ধরনের অভিযোগ একজন বিপ্লবীর বলে মনে হয় কি? এই চিঠির আর এক অংশে বলছেন, আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বলছি। আমি সংবিধানের পথ মেনেই চলব। এবং ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে ভালোবাসা, সম্মান ও সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করব। (মেন্টগু সাহেবের) ইস্তাহারে যে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখা হয়েছে, সেই সাম্রাজ্যকে আমি হৃদয় থেকে সমর্থন করি। যদি সরকার বাহাদুর বলেন, তাহলে আমি ও আমার দাদা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করব না। এই মর্মে লিখিত মুচলেকা জমা দিতেও প্রস্তুত আমরা। এছাড়াও যদি সরকার চান যে আমরা আরও কোনও শর্ত পালন করি, যেমন কোনো বিশেষ এলাকার বাইরে যাওয়া চলবে না, অথবা নির্দিষ্ট সময় অবধি পুলিশকে আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে হবে রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য যে কোনো যুক্তিসঙ্গত শর্ত পালন করতে প্রস্তুত। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য যাঁর কারাদণ্ড হল, সেই বিপ্লবী বলছে কিনা ব্রিটিশের সংবিধান ও রাষ্ট্র মানে পরাধীন ভারতকে সুরক্ষা করার জন্য যে কোনও শর্ত মানতে রাজি। আন্দামান জেলে ব্রিটিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবী ইন্দুভূষণ আত্মত্যাগ করলেন। তার ক্ষোভ উল্লাসকর দত্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। সেই প্রতিবাদের অপরাধে তাকে ব্রিটিশ এমন অত্যাচার করল যে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। তেখন সেই আন্দামান জেলে বন্দি সভারকর নিজেকে মুক্ত করার জন্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ খরে বাঁচার চেষ্টা করছেন। সাভারকরের কথাগুলো সত্যিই তাঁর ভাবাদর্শের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা ব্রিটিশের অনুগত্যকেই স্বীকার করছে। ১৯২০ সালের ওই চিঠির আরও এক অংশে বলছেন, মধ্য এশিয়ায় উন্মত্ত বাহিনী বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষের অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর আগে তারা এসেছে শত্রু হয়ে। কিন্তু এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা আবারও অভিশাপের ভূমিকা নেবে। অতএব আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যেকোনো বুদ্ধিমান ভারতপ্রেমী এখন মনপ্রাণ দিয়ে ইংরেদের সহায়তা করবেন ভারতবর্ষের স্বার্থে। এই কারণেই আমি ১৯১৪ সালে যুদ্ধ লাগতেই সরকারকে জানাই যে আমি স্বেচ্ছায় ভারতে হতে চলা জার্মান-তুর্ক -আফগান। হানাদারির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ভারতীয় হিন্দুদের ব্রিটিশ-বিরোধী না করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। আর ঠিক এই সময়ে নেতাজী ব্রিটিশকে পরাজিত করতে বিদেশের মাটিতে এই যুদ্ধকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। সাবারকর তদানীন্তন হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের ঠিক এই সময়ে নেতাজী। ব্রিটিশকে পরাজিত করতে বিদেশের মাটিতে এই যুদ্ধকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। সাভারকার অদানীন্তন হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধীতা করতে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের চিঠি দিয়েছিলেন। আম্বেদকরের এক লেখা থেকে সাভারকরের ভারাদর্শ বোঝা যাবে সাভারকর আর জিন্নাহ এক দেশ বনাম দুই দেশের প্রসঙ্গে একে অপরের বিরুদ্ধে না হয়ে অপরের সাতে সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা দু'জনের দাবি করেন যে ভারতবর্ষের ভিতরে দুটি আলাদা দেশ আছে। একটা মুসলমান দেশ আর একটা হিন্দু দেশ। ওঁদের দু'জনের দ্বিমত কেবল দুই দেশের বাসিন্দারা কেমনভাবে থাকবে, সেই নিয়ে। শাভারকরের ধারাবাহিক মুচলেকা যে কারো নির্দেশে হয়েছে, তার বয়ান কিন্তু তা বলে না। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং এমন মুচলেকা দিতে কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। তাঁদের মত বিপ্লবীর চরিত্রের ইতিহাস কারো অজানা নয়। আর সাভারকরের মত বিপ্লবী দেশের জন্য দরদবোধে নয় ব্রিটিশকে সহযোগিতা করে তিনি বাঁচতে চেয়ে মুচলেকা দিয়েছেন যাঁর মধ্যে বিপ্লবী বীরের কোনও ভাষা ছিল না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে মোকাবিলার কয়েকটি সহজ উপায়

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন অন্তত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগে বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের উপরের জলে ঘটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছবাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিত্রের ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশ কিছু রাজ্যে নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটির জল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দশ বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জলের লুঠ' ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে। তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে । এই বিপুল জলের চাহিদা মেটাতে চাষের ক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার মুক্ত বন্যা পদ্ধতি (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করতে প্রতি বিন্দু জল পিছু ফসল ও আয় নীতি ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ ও মসহ্যাভ (মসহ্যাভ উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বপ্ল ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের এম এস স্বামীনাথর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জলসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল তুলছে শহর মফস্বল, গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দূর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কোকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, বারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলার এখ বছরের দলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোব বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না মানুষ। অথচ হাজার হাজার বছর আগে থেএকই মানুষ বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন । সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো,অবহেলিত হলেও কিছু এখন কার্যকরী। সেকল ব্যবস্থা রি মডেলিং করে প্রয়োদ করার সময় এসে গেছে।

রাজস্থানের জোহাদ, খদিন মহারাষ্ট্রে ভাণ্ডারা হিমাচলের কুহল মধ্যপ্রদেশের পাট, কর্ণাটকের কেরে তামিলনাড়ুর ইরি ইত্যাদি সবই সেচের জল ধরে রাখার পুরনো ব্যবস্থা। তার জন্য পাহাড়, মালভূমি ও সমতলের জল প্রবাহকে নানা ধরনের বাঁধ দিয়ে জলআটকে রাখা হয়। মেঘালয়ে বাঁশের নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি ছোট বড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের জল পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি জলশায়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় অকেজো হয়ে থাকে। জলাশয়গুলোর বর্ষার আগে সংস্কার করে নিলে অনেকটা কাজ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের সব রমক জলাশয়ের জল সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কমবেশি চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ হয়। মাটির তলার জলভাণ্ডারে জল থাকলে ওপরের জলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না। বেলেমাটির পুকুরে জলধরে রাখার দন্য এখন পুকুরের ভিতর দিক বাঁধা না, পলিথিনের আস্তরণ দেওয়া, কাদামাটি যোগ করে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। বাড়ির ছাদ বা চালের জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জল গৃহস্থলির কাজের জন্য পলিথিনের ট্যাঙ্ক বা পাকা চৌবাচ্চার জমা করা যায়, বাকি জল ভূগর্ভস্থ জলবাণ্ডারে নানা উপায়ে যোগ করা যায়। সরাসরি ব্যবহারের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ করার জল, উভয় ক্ষেত্রেই জল পরিশ্রুতি করা প্রয়োজন। পরিশ্রুতি করলে জল স্বচ্ছ হয় ও জীবাণু মুক্ত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব।

রাজ্যপালের পদ ছেড়ে তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন ধনকর : অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, এবার হয়ত রাজ্যপালের পদ ছেড়ে তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন জগদীপ ধনকর।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরীর মন্তব্য, "রাজ্যপাল শিল্প আনার জন্য এখানে আসে না। রাজ্যপালকে মমতা ব্যানার্জি অফার করতে পারে যে, আপনি রাজ্যপালের পদ ছেড়ে দিন। তাহলে আপনাকে রাজ্যসভার মেম্বার করছি। তারপর রাজ্যসভার মেম্বার থেকে দলের নেতা। আস্তে আস্তে শিল্পায়ন হবে"।

এর পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও যোগ করেন, "এতদিন শিল্পায়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কাউকে দক্ষযজ্ঞ মনে করেননি। যাকে এতদিন গালাগালি করতেন, দু'বেলা মারামারি করতে দেখেছি, তাঁকে এখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়নের কান্ডারী হিসেবে যোগ্য ব্যাক্তি মনে করতে পারে! সেটা মমতা ব্যানার্জির ব্যাপার।" তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে অধীরের অভিযোগ, "শিল্প আনার জন্য যে প্রক্রিয়া দরকার তা করছে না সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও মিশন নেই। পশ্চিমবঙ্গে সব শিল্পের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক বিজনেস সামিট করেছেন। এক একটা বিজনেস সামিট মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করেছেন। দু লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার কোটির বর্ণনা দিয়েছেন। সে সমস্ত শিল্প গেল কোথায়?" বহরমপুরের সাংসদের কটাক্ষ, "পশ্চিমবঙ্গের একটাই শিল্প, পরিযায়ী শিল্প। আরব দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও। বাইরের রাজ্য পাড়ি দাও। টাকা নিয়ে এসো।"

হাফলঙে ফিটনেস রেলিতে মৃত্যু ফরেস্টার বিজেশ থাওসেনের

হাফলং (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : ফিটনেস রেলিতে মৃত্যু ঘটেছে বন বিভাগের এক কর্মীর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাফলঙে। বন বিভাগের ফরেস্টার দিয়ে শুরু হয়েছে ফিটনেস রেলি। গত রবিবার থেকে তিনটি পর্যায়ে শুরু হয়েছে ফরেস্টারদের ফিটনেস রেলি। মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিটনেস রেলি। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয়ের সম্মুখবর্তী রোটারি থেকে এই ফিটনেস রেলি শুরু হয়। বন বিভাগের ফরেস্টার ওয়ান বিজেশ থাওসেন (৩৭) এই ফিটনেস রেলিতে যোগ দিয়ে মাত্র মিনিট দুয়েক হাঁটার পরই হঠাৎ রাস্তায় ঢলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গের অন্য কর্মীরা বিজেশকে ফিটনেস রেলির পিছনে পিছনে আগত অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যান হাফলং সরকারি হাসপাতালে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে ফরেস্টার বিজেশ থাওসেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, মৃত বিজেশের বাড়ি হাফলঙের অদূরে ডিগরিক গ্রামে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে মর্মাহত সহকর্মী ও ডিগরিক গ্রামের বাসিন্দারা। ফরেস্টার ওয়ান বিজেশ থাওসেন বাগেটার গেটে কর্তব্যরত ছিলেন। তবে কীভাবে হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় ঢলে পড়ে মৃত্যু হল তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বনবিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বন বিভাগের ফরেস্টারদের নিয়ে তিনটি পর্যায়ে ফিটনেস রেলি শুরু হয়েছে গত রবিবার থেকে। রবিবার ছিল প্রথম পর্যায়ের ফিটনেস রেলি এবং সোমবার হওয়ার কথা ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের রেলি। কিন্তু গতকাল সোমবার ডিমা হাসাও জেলায় বনধ-এর ডাক দেওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিটনেস রেলির দিন বদলে করা হয় আজ মঙ্গলবার। তৃতীয় পর্যায়ের ফিটনেস রেলি হওয়ার কথা ছিল বুধবার। মঙ্গলবার যখন পরিষদ সচিবালয়ের সামনে থেকে এই ফিটনেস রেলি শুরু হয় তখন বিজেশ থাওসেনের সঙ্গে ছিলেন প্রায় ৮০ জন ফরেস্টার ও বন বিভাগের অন্য স্তরের কর্মী। ফিটনেস রেলি শুরু হয় সকাল ৬-টা ১৬ মিনিটে। কিন্তু ২ মিনিট হাঁটার পরই বিজেশ থাওসেন রাস্তায় ঢলে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গেছে নিয়ম অনুসারে পার্বত্য পরিষদ সচিবালয় থেকে ফিটনেস রেলি শুরু করে জাটিঙ্গা ভিউ পয়েন্ট গিয়ে আবার পরিষদ সচিবালয় পর্যন্ত দু-ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। এই অবস্থায় বনবিভাগের এই ফিটনেস রেলিতে যোগ দিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ফরেস্টার বিজেশ থাওসেনের।

প্রসূতি-মৃত্যু : ২৪ ঘণ্টার জন্য শিলচরের সব বেসরকারি হাসপাতালের ওপিডি বন্ধ, বিক্ষোভ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের

শিলচর (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : চিকিৎসাধীন জনৈক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত শনিবার শিলচর নাইটিঙ্গেল হসপিটালে ভাঙচুর করার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার শিলচরের সব বেসরকারি হাসপাতালের ওপিডি বন্ধ ছিল। এদিন ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয় ২৪ ঘণ্টার প্রতিবাদ কর্মসূচি। শনিবার সংগঠিত ঘটনার প্রতিবাদে আজ প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে পথে নামেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালগুলির স্বত্বাধিকারীরা। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। পরে কাছাড়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকপত্র দেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের শিলচর শাখা এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সংস্থার কর্মকর্তারা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, সেদিন যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে তা দুঃখজনক, এতে মর্মাহত তাঁরা। হাসপাতালের জিনিসপত্র ভাঙচুর করা মোটেই ঠিক হয়নি। তাই তাঁরা সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছেন, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে হবে। আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন মৃদুল মজুমদার, অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডা. রণবীর পাল, রুদ্র গুপ্ত, শিলচর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারগণ, নার্স, লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা।

রাজ্যে জ্বালানির ওপর কর প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপি-র

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : জ্বালানির উপর থেকে ভ্যাট কমানোর দাবিতে সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। রাজ্যের কিছু পেট্রল পাম্পে প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক কমানোর পরই, পেট্রোপণ্যে রাজ্যের ভ্যাট কমানোর দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। সেই সূত্রে সোমবার থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় গেরুয়া শিবির। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আগে জানিয়েছিলেন, ৯-১২ নভেম্বর জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে বিজেপি। এদিন মানিকতলার মোড়ে এ কারণে বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন সুকান্ত মজুমদার। বীরভূমের সিউড়ির বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাদ্যায় এবং বিধায়ক তথা দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অনুপ সাহা। এ ছাড়া এই লেখা পর্যন্ত বড় আন্দোলনের খবর জেলা থেকে আসেনি।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা অধিবেশনে বলেন, "আন্দোলনে নেমেছেন ওঁরা। যাঁরা আন্দোলনের আ-ও জানেন না, তাঁরা আন্দোলন করছেন? কিন্তু জানতে চাইছেন না তো কীভাবে আমরা দাম নিয়ন্ত্রণ করব। দাম বাড়াবে ওরা, আর রাজ্যকে বাড়তি টাকা দিতে হবে?" প্রসঙ্গত, পেট্রলের ওপর লিটার পিছু ৫ টাকা ও ডিজেলের ওপর লিটার পিছু ১০ টাকা উৎপাদন শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পরই ভ্যাট কমানোর কথা জানিয়ে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, গুজরাত-সহ বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি। ভোটের মুখে কংগ্রেসের পঞ্জাবেও জ্বালানি তেলের ওপর ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যাতে ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, সেজন্য চাপ সৃষ্টি করতেই এবার ময়দানে নেমেছে বিজেপি।

বিশ্বমানের র‍্যাকেট উপহার দেওয়ার জন্য সিন্ধুকে ধন্যবাদ জানালেন কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের তারকা শাটলার তথা অলিম্পিয়ন্সে জোড়া পদক জয়ী পদ্মভূষণ পিভি সিন্ধুকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। সেই সঙ্গে উপহার হিসেবে তাঁকে বিশ্বমানের র‍্যাকেট দেওয়ার জন্যও ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু।

নিজের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে একটি ভিডিও আপলোড করেন কিরেণ রিজিজু। ভিডিয়োতে দেখা যায়, সিন্ধু র‍্যাকেট উপহার দিচ্ছেন রিজিজুকে। কী ভাবে র‍্যাকেট হ্যান্ডেল গ্রিপ করতে হয়, তাও মন্ত্রীমশাইকে বুঝিয়ে দেন সিন্ধু। টুইটে রিজিজু লেখেন, 'ক্রীড়াজগতের জন্য অত্যন্ত ভাল খবর। এই বছর সিন্ধু পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ভারতীয় ক্রীড়াতে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুকে অনেক শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ সিন্ধু আমাকে বিশ্বমানের র‍্যাকেট উপহার দেওয়ার জন্য। র‍্যাকেটের হ্যান্ডেল কী ভাবে গ্রিপ করতে হয়, তা আমাকে শেখানোর জন্য সিন্ধুকে ধন্যবাদ।'

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭৮৮ জন

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা ফের ৭০০ পারল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮৮ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮৮ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৯,৮৭৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,২৫২। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৫৯ জন। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৭২,৭১১। যার ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৩০ শতাংশ।

কেন্দ্রকে বিঁধে রাজ্যের সাফল্যে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভায় কেন্দ্রের সমালোচনার পাশাপাশি রাজ্যের কৃতিত্ব ফলাও করে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁকে বিধানসভা অধিবেশনে একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরোধিতায় সরব হতে দেখা গেল। কীভাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দিচ্ছে, তা বিশদে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতা সত্ত্বেও প্রতিকূলতা কাটিয়ে কাজ করতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বিজেপির ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন।

বক্তৃতার মধ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে নানা পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মমতা। বলেন, "দুয়ারে সরকার প্রকল্প সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্বের সেরা প্রকল্প হবে তা। তিন কোটি মানুষ এই ক্যাম্পে পৌঁছেছেন। ১৬ নভেম্বর থেকে ফের শুরু হবে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। দুয়ারে রেশন প্রকল্পও শুরু হবে দুয়ারে রেশন প্রকল্প। লক্ষ্মীর ভান্ডারে উপকৃত হয়েছেন বহু মহিলা। শীঘ্রই শুরু হবে পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের কাজ।স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।"

শৌচালয়ের গর্তে উদ্ধার কাকুমণি বরার লাশ, নিজের ঔরসজাত ছেলেকে খুন করার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

টিয়ক (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : শৌচালয়ের গর্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩১ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ বালক কাকুমণি বরার লাশ। তৃতীয় পত্নী তথা সৎমার সহযোগে নিজের ঔরসজাত ছেলেকে খুন করার অভিযোগ কাকুমণির বাবা ফণীধর বরা বিরুদ্ধে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কের লাহদৈগড় পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার মেলেং বড়খেলিয়া গ্রামে সৎমা ও বাবার পিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে কাকুমণি বরার। এর পর লাশটি গুম করে দিতে বাড়ির সম্মুখবর্তী পরিত্যক্ত একটি শৌচালয়ের গর্তে ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল বাবা ও সৎমা সরুমাই দত্ত বরা।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গত ৩১ অক্টোবর বড়খেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ফণীধর বরার ছেলে কাকুমণি বরা দীপাবলি পালনের জন্য তার বাবার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল। তিনি টাকা দিতে পারবেন না বলে ছেলের ওপর খর্গহস্ত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে বাবা, সৎমা ও ছেলের মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা হয়। এক সময় বাবা ফণীধর বাঁশের লাঠি দিয়ে ছেলে কাকুমণির মাথায় কষে এক ঘা মারেন। ফলে প্রচণ্ড রক্ত ঝরিয়ে মাটিতে লুটে পড়ে কাকুমণি। কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রাণবায়ু উবে যায়। এর পর ওই রাতেই তাদের বাড়ির সামনে একটি পরিত্যক্ত শৌচালয়ের গর্তে নিয়ে ছেলের লাশ পুঁতে রাখে বাবা ফণীধর। গোটা ঘটনায় ফণীকে সহায়তা করেছে তার তৃতীয় স্ত্রী মাসি সরুমাই দত্ত বরা।

ইত্যবসরে কয়েকদিন কেটে গেছে। এতদিন ধরে কাকুমণি বরা নিখোঁজ, অথচ তার বাবার মধ্যে কোনও ধরনের পরিবর্তন দেখা না যাওয়ায় সন্দেহ দেখা দেয় তার ভগ্নীপতির। তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন। অবশেষে গতকাল রাত প্রায় নয়টা নাগাদ কাকুমণির ভগ্নিপতি লাহদৈগড় পুলিশকে তাঁর শ্যালকের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ সম্পর্কে অবগত করেন। ঘটনা শুনে রহস্যজনক কিছু আঁচ করে রাতেই ঘটনাস্থল বড়খেলিয়া গ্রামে ফণীধর বরার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় টিয়ক থানা এবং লাহদৈগড় ফাঁড়ি পুলিশের এক দল। পুলিশ কাকুমণির সৎমা সরুমাই দত্ত বরা এবং বাবা ফণীধর বরাকে জেরা করে। জেরায় বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি ফণীধর ও স্ত্রী। এক সময় অবলীলায় গোটা ঘটনা স্বীকার করে তারা। পরে উভয়কে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

আজ সকালে টিয়কের প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পরিত্যক্ত শৌচালয়ের গর্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কাকুমণির পচন ধরা মৃতদেহ। পুলিশ অফিসার জানান, মৃতদেহের মাথায় আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। মৃতদেহটি ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এদিকে স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্মচারী ফণীধর বরা তিন-তিনটে বিয়ে করেছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু হলে তৃতীয়বার বিয়ে করেছিলেন সরুমাই দত্ত বরাকে। হত্যার বলি কাকুমণি বরা ছিল দ্বিতীয় পত্নীর ছেলে। পুত্রহন্তা ফণীধর বরার আরও এক ছেলে ছিল। নাম রিতু বরা। রিতু বরা কারবি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় নিখোঁজ হয়েছিল, আজও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কাকুমণির ভগ্নীপতি জানান, ফণীধর বরার বাসগৃহে বহুদিন ধরে জুয়া ও মদের আড্ডা চলছিল। এ ধরনের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় এর আগে কয়েকবার বাবার হাতে বেধম মার খেতে হয়েছিল খুনের শিকা কাকুমণি। এমন-কি কাকুমণি বরা দীর্ঘদিন ধরে বাবা ও সৎমা সরুমাইয়ে অত্যাচারে বড় বোনে বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, জানান ভগ্নিপতি।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার অধীনে ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে অনুসেচের যন্ত্রপাতি বিতরণ মন্ত্রী পরিমলের

'কৃষক সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে তৎপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার'

শিলচর (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ব্যাপক তৎপরতায় প্রত্যেক কৃষকের উন্নতি সাধনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। ওই সব প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার অধীনে প্রগতিশীল কৃষকদের মধ্যে অনুসেচের যন্ত্রপাতি বিতরণ করে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ, মৎস্য এবং আবগারি দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য

এদিন শিলচর গ্রামোন্নয়ন সংস্থার কনফারেন্স হল-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে ১২০ জনকে অনুমোদনপত্র সহ অনুসেচের যন্ত্রপাতি বিতরণ করেছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষক হলেন আমাদের অন্নদাতা, আমাদের খাবার যোগান দেন কৃষককুল। তাই কৃষকদের উন্নয়নে আমাদের সরকার সর্বদা বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার মাধ্যমে আজ অনেক কৃষক ঋতু অনুযায়ী কৃষিকাজ করতে পারেন। যার ফলে বিভিন্ন রকম শাকসবজি থেকে শুরু করে শস্য উৎপাদন করে অনেকেই লাভবান হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার মাধ্যমে অনেকেই ইচ্ছেমতো জল সরবরাহের ব্যবহার করতে পারছেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি এবং মুখ্যমন্ত্রী কৃষি সরঞ্জাম যোজনার অধীনে প্রদত্ত টাকায় প্রত্যকেই সময়মতো বীজ এবং নানা উন্নয়নমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারছেন।

এদিন তিনি যন্ত্রাংশ-প্রাপক সুবিধাভোগীদের সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, শিলচরের বিধায়ক-প্রতিনিধি রথীন্দ্রনাথ সাহা, জেলা কৃষি আধিকারিক এলআই সিংহ, জেলা মৎস্য বিভাগের আধিকারিক রফিকুল হক, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিকগণ সহ বহুজন।

মিজো আগ্রাসন রোধে কাছাড়ের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি অসম পুলিশের

ধলাই (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড়ের অসম-মিজোরাম আন্তরাজ্য সীমান্তবর্তী পাগলাছড়ায় জোরগতিতে রাস্তা নির্মাণ করছে মিজোরা। সীমান্তের খুলিছড়া এলাকায় শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের ঘটনার দুদিন যেতে না-যেতেই পাগলাছড়া এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য। নরসিংপুর শিক্ষা খণ্ডের ১৫২৭ নম্বর ফ্রেঞ্চনগর খাসিয়াপুঞ্জি এলপি স্কুলে রাজ্য পুলিশের বিশেষ কমান্ডো বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্বেও অসম ভূখণ্ডে এসকেকেভেটর লাগিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

এই কাজে নিয়োজিত মিজো পুরুষ ও মহিলাদের সক্রিয় মদতে মিজোরাম পুলিশ ও আইআরপি ব্যাটালিয়ন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আজ সোমবার সেখানে ছুটে যান দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন, সোনাইয়ের সার্কল অফিসার দীপক নাথ, হাওয়াইথাং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুঁইয়ারা।

মিজোদের দ্বারা নির্মীয়মাণ রাস্তায় আজ বাঁশ দিয়ে ব্যারিক্যাড গড়ে তুলেছে অসম পুলিশ। লায়লাপুর সংলগ্ন পাগলাছড়ায় অসম ভূখণ্ডে এসকেকেভেটর লাগিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ চালিয়ে আসছিল মিজোরা। তারা যাতে আর রাস্তা নির্মাণ করতে না পারে সে জন্য ধলাই ও লায়লাপুর পুলিশ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আজ সোমবার রাস্তা নির্মাণে মিজোদের প্রতিরোধ করতে বাঁশ দিয়ে ব্যারিক্যাড তৈরি করে দিয়েছে।

১৫ নভেম্বর থেকে ভারতে আকাশপথে পর্যটন ভিসা চালু: বিক্রম দোরাইস্বামী

মনির হোসেন, ঢাকা,০৯ নভেম্বর।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেছেন, করোনার মধ্যে ভ্রমণ শুরু করতে ভিসা চালু করা হবে। আপাতত সংক্ষিপ্ত ভিসা দেওয়া হবে। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে আকাশপথে ভারতের পর্যটন ভিসা চালু হবে। ১২০ দিনের জন্য ভিসা দেওয়া হবে। পর্যটকেরা এক ভ্রমণে ৩০ দিন ভারতে অবস্থান করতে পারবেন।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সস্ত্রীক ভারতে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এখনো করোনার প্রভাব পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। তাই আকাশপথে ভ্রমণের জন্য ভিসা দেওয়া হবে। এ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে সড়ক ও রেলপথে ভিসা চালু করা হবে। সব স্বাভাবিক হলে ভ্রমণ আরও সহজ হবে। এক প্রশ্নের জবাবে বিক্রম দোরাইস্বামী আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণের সমস্যার বিষয়ে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধের জটিলতা থাকায় কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ সমস্যা সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ সপ্তাহের মধ্যেই একটি দল বাংলাদেশে আসবে। আগামী বছরই এ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের হালদা নদীতে বিএসএফ ও বিজিবি সমস্যা প্রসঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, এই পথে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কয়েকটি সমস্যা আছে। আমরা দ্রুতই আলোচনায় বসব। আখাউড়া স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুই দেশেরই সীমান্তে এই নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আখাউড়া স্থলবন্দরে ভারতীয় হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুমানা আক্তার ও আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কম খরচে সুষম খাদ্য

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষয করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বি শেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এি কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন।

শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উ পাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা,, ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উ পাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উ পযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় র াসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তর্নিহিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিঁড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। র াতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

শরীর চুলকানি থেকে মুক্তি

শরীর চুলকানি কোন নতুন সমস্যা নয়। বিভিন্ন কারণেই দেহে চুলকানি হতে পারে। অনেক সময়ই আমাদের হাতে, পায়ে, পিঠে চুলকানি হয়। তা কোন শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াই হতে পারে কোনো ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ যা আমরা হাত দিয়ে চুলকালেই সেরে যায়। তবে অন্যান্য ধরনের কিছু চুলকানি হয়ে থাকে যেমন--- এলার্জি মশার কামড় কিংবা যে কোনো পোকার কামড়, শরীরে কোন জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হাত পা ছিলে গেলে তা শুকানোর সময়ও চুলকানি হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাগুলোতে হাত দিয়ে চুলকিয়েই আরাম পাওয়া যায় না। বেশি সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখাতে হয় কিংবা ঘরোয়া উপায়েও সারিয়ে তোলা হয়। তাই যে কোন রকমের চুলকানি সারিয়ে তুলতে আপনি সাহায্য নিতে পারেন প্রাকৃতিক কিছু জিনিসের। চলুন জেনে নিই, জিনিসগুলো ও তার ব্যবহার সম্পর্কে।

লেবু— ভিটামিন সি তে ভরপুর লেবু যে কোন চুলকানি খুব সহজেই দূর করে দেয়। বিশেষ করে লেবুর ভোলাটাইল তেল শরীরের যে কোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে তেল শরীরের যেকোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে জেলিতে কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নেই যা আপনার ত্বকের ক্ষতি করবে। তাই শরীরের কোন অংশে চুলকানি হলে আপনি পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন। চুলকানি অ্যালোভেরা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশচারাইজিং ক্ষমতা। এবং এটি আমাদের ত্বকের জন্য খুব ভালো। শরীরের যে কোন জায়গায় চুলকানি হলে অ্যালোভেরা কেটে এক টুকরো নিয়ে সেখানে ঘষুন চুলকানি চলে যাবে। তুলসি পাতা কর্পূর সমৃদ্ধ তুলসী পাতা ত্বকের যে কোন ধরনের জ্বালা পোড়া ও চুলকানি থামাতে সহায়তা করে। কয়েকটি তুলসি পাতা নিয়ে ধুয়ে নিন তারপর যেখানে চুলকানি হয়েছে সেখানে পাতাগুলো কিছুক্ষণ ঘষুন। অথবা কিছু তুলসী পাতা জলে দিয়ে সিদ্ধ করে সে জল বরফ করুন এবং চুলকানি স্থানে ঘষুন।

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো চমৎকার একটি সন্ধ্যার কথা মনে করুন তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা অফিস শেষে সবাই মিলে কোনো এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একগাদা খাবার অর্ডার দেওয়া, তারপর হুল্লোড় করে খেয়ে-দেয়ে জম্পেশ আড্ডার পর ঘরে ফেরা। আর এভাবেই রাতটা পার করা। এভাবে সন্ধ্যা কাটিয়ে মনের ক্লান্তি তাড়ান যতটাই জুতসই, ঠিক ততটাই কিন্তু ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য। তাহলে উ পায় কী? বন্ধু দের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া? নাকি আড্ডায় গিয়ে কিছু খাব না, বলে ক্ষুধা পেটে মুখে গোমরা করে বসে থাকা? এসবের কোনো কিছুরই আসলে প্রয়োজন নেই। আড্ডায় যাবেন। খাবারও খাবেন, বন্ধুদের সঙ্গও দেবেন।

শুধু কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলুন। আর খেতেই যদি হয় তবে একবাটি সালাদ খেয়ে এরপর খান বন্ধু দের অর্ডার দেওয়া খাবারের সামান্য অংশ। পাস্তা ঃ এক প্লেট পাস্তায়, এক প্লেট ভাতের থেকেও বেশি ক্যালরি থাকে। পাস্তা আসলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। এই খাবারের সঙ্গে যখন চিজ বা অলিভওয়েল মেশানো হয় তখন এর ক্যালরিগুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্ধের পর পাস্তা যদি খেতেই হয় তবে সালাদ বা সুপ খেয়ে এরপর ছয়জন মিলে খান এক বাটি পাস্তা। পিজা ঃ এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। চিইজি জুসি, পিজার একটি কামড় মনকে ঝটপট চাঙা করে দেয়। আবার এই এক টুকরা চিইজি পিজাই পারে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি নির্জীব করে দিতে। পিজার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব বেশি অর্থাৎ সামান্য পিজাও আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে রক্তে চিনির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

যা শরীরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে অল্প সয়ে ওজন বাড়ায়। মিষ্টি ঃ ক্যান্ডি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেলে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন। হাসছেন? বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যেকোনো সুগারি খাবার ব্রেনকে অতিরিক্ত সচল করে তোলে। আমাদের শরীর যেকোনো খাবার থেকেই তার প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকু সংগ্রহ করে নেয়।

আলাদা করে চিনি বা সুগারি কিছু খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাতে প্রশান্ত সুন্দর, বিরতিহীন ঘুম চাইলে বিকেলের পর ক্যান্ডি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন। প্রোটিন আর আয়রনের খুব ভালো উৎস, তবে ২৫ বছর বয়সের পর এই খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে থাকুন। রেড মিট হজম হতে সময় নেয় বেশি। আর আমাদের শরীরের মেটাবলিক প্রক্রিয়া বিকেলের পর থেকেই ধীর হতে শুরু করে। ফলে সন্ধ্যার পর রেড মিট খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চকলেট ঃ ডার্ক চকলেট হার্টের জন্য উপকারী। এক টুকরা ডার্ক চককলেট দিনের যেকোনো সময়ে আপনি খেতেই পারেন। সন্ধের পর এই চকলেট বা এই চকলেট দিয়ে বানানো কোনো খাবার ব্রোকলি বা বাঁধাকপির সুপ বা দেশি মশলায় রান্না পাতলা ঝোলের তরকারি হিসেবে খেতে পারেন বাঁধাকপি। তবে এই সব্জীগুলো সালাদ হিসেবে বা প্রচুর পরিমাণে বেশি রাতে না খাওয়াই ভালো।বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে আঁশের পরিমাণ বেশিষ ফলে অনেক রাতে খেলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। পানীয় ঃ কোক, কফি, চা এসবে ট্যানিন এবং ক্যাফিন দুটোই উপস্থিত। যা মস্তিস্কে অতিরিক্ত সচল আর উদ্দীপিত করে তোলে। সন্ধ্যার পর তাই চা, কফি, কোক না খাওয়াই ভালো। চিপসঃ কুড়মুড়ে চিপস খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। তবে চিপসে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে, ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণও অনেক বেশি। ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট চিপস থেকে প্রায় ৫২৫ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। যেখানে সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন ১৮শ থেকে ২ হাজার কিলো-ক্যালরি। ভেবে দেখুন, সামান্য এক প্যাকেট চিপস সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার ৪ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করে দিতে যথেষ্ট। পাশাপাশি চিপসে লবণ বেশি থাকে, তাই এই খাবার ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা রাখে। তাই মুভি দেখার সময় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় চিপসের প্যাকেটের বদলে বাদাম খান বা ছোলা মুড়ি। খাবার দুটি দেখতে অতটা স্মার্ট না হলে কী হবে, আপনাকে স্মার্ট আর ছিপছিপে রাখতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

দাঁতের শিরশিরানির সমস্যা

দাঁতের হাইপারসেনসিটিভিটি বা শিরশিরানি কেন হয় সেটা বলার আগে দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলে দেওয়া যাক। দাঁতের দুটো স্তর। দাঁতের বাইরের অংশে যে প্রলেপ থাকে সেটা হল এনামেল আর ভেতরের অংশটি হল ডেন্টিন। আর এনামেল ক্ষয়ে গেলে ডেন্টিন বাইরে বেরিয়ে যায়। আর তখনই কোনো ঠান্ডা কিছু খেলে দাঁত শিরশিরানি শুরু হয়ে যায়।

এনামেল ক্ষয়ের কারণ--- এনামেল ক্ষয়ের একটা বড় কারণ হল ডেন্টাল ক্যারিজ। যেটাকে আমরা ক্যাভিটি বলে থাকি।

আসলে আমাদের মুখে এমনিতেই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

আর আমরা যখন খাবার খাই সে খাবারের কোনো অংশ যদি দাতের ফাঁকে কোনোভাবে ঢুকে যায় তখনই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সে খাবার পচিয়ে দাঁতে অ্যাসিড তৈরি করে। আর তা থেকেই দাঁতে দেখা দেয় ক্যাভিটির সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, দাঁতের ডেন্টিনের সঙ্গেই নার্ভের শেষাংশ সংযুক্ত থাকে। ফলে ডেন্টিন বেরিয়ে গেলেই এই শিরশিরানির সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের একটা লেয়ার ক্ষয়ে গেল মানেই সেনসিটিভিটি শুরু হল।

ক্যাভিটি হওয়ার কারণ—

ক্যাভিটি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল বুল পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা। বেশিরভাগ মানুষই পদ্ধতি মেনে ব্রাশ করে না. দাঁত মাজার আসল নিয়মই হল ওপর নীচ করে। কিন্তু প্রায় সকলেই সোজাসুজি দাঁত মাজতে অভ্যস্ত। এর ফলে মাড়ি আর দাঁতের সংযোগস্থল ঘষে যায়। এনামেলের অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার ঠিকমতো দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না।

আর এর ফলেই দাঁতে ক্যাভিটি হতে থাকে।

চিকিৎসা কেমন—

চিকিৎসার প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, শুধু ঠান্ডা থেকেই দাঁতের শিরশিরানি হয়এমন নয়। গরম থেকেও এমন সমস্যা হতে পারে। যদি শুধু ঠান্ডা থেকে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাভিটির সমস্যা ভেতরের নার্ভকে স্পর্শ করেনি। এক্ষেত্রে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে হয়। যাতে নতুন করে আর সংক্রমণ না হয়।

গুণবান রেসিপি

ভোজনপ্রিয় বাঙালির কাছে বেগুন জনপ্রিয় সব্জী। বেগুন সাধারণত ভেজে, ভর্তা করে কিংবা ঝোল করে খাওয়া হয়। বেগুন রান্নায় খানিকটা বৈচিত্র্য আনলে স্বাদ যেন বেড়ে যায় আরও এক ধাপ। বেগুনের স্বাদ আরো এক ধাপ বাড়াতে তুলে ধরা হলো বেগুন বাহারের রেসিপি।

যা যা লাগবে ঃ ছোট বেগুন ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চামচ, ধনে গুড়া আধা চামচ জিরা বাটা ১ চামচ, গরম মশলা বাটা আধা চামচ, কাঠ বাদাম ১ চামচ, কিসমিস বাটা ১ চামচ, ঘি ১ চামচ, তেল ২ চামচ, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ বেগুনের নিচের দিকে চিড়ে নিন। লবণ, হলুদ ও মরিচের গুড়া সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেগুনের গায়ে মেখে ১ ঘন্টা রেখে দিন। এরপর ফ্রাইপনে তেল দিয়ে অল্প তাপে বেগুন ভেজে নিন। ভাজার সময় খেয়াল রাখবেন ভাজা যেন কড়া না হয়। বেগুন ভাজা তুলে তাতে ঘি ও বাকি তেল দিয়ে গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ বাটা ও আদা বাটা, লবণ ও গুড়া মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে টকদই, বাদামবাটা ও কিসমিস দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল উঠে এলে অল্প জল দিয়ে নিন। কষানো মশলা ঘন হয়ে এলে ভাজা বেগুন গুলো দিয়ে অল্প তাপে ৫ থেকে ৬ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। পোলাও, গরম ভাত কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন বেগুন বাহার।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। ছবি ঃ নিজস্ব।

বাণিজ্যদূত হওয়ার প্রস্তাবের রেশ না কাটতেই বিনিয়োগের হিসাব চেয়ে ফের সরব রাজ্যপাল

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং রাজ্য সরকারের সংঘাত পুরনো। তবে যে রাজ্যপাল কিছুকাল আগে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের বিনিয়োগের হিসাব চেয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন, তাঁকেই রাজ্যের বিনিয়োগ টানতে বিদেশে যেতে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রাজ্যপাল-ও তাতে পত্রপাঠ সম্মতি জানান। এর কয়েক ঘন্টা বাদেই, মঙ্গলবার তৃণমূলকে রাজ্যপাল টুইটে নিশানা করলেন বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের বিনিয়োগ নিয়েই।

রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "পাঁচ বছরের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে বছরখানেক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিক্রিয়া না পেয়ে উদ্বিগ্ন। প্রকৃত বাস্তবতা ''উদ্দীপক সাফল্য'' সিন্ড্রোমকে বিশ্বাস করে। আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বিনিয়োগের জন্য অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা দরকার।"

প্রসঙ্গত, সোমবার ইকো পার্কে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে শিল্প সম্মেলন নিয়ে কথা হয় মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকেও আবেদন করেন বিশ্ববাংলা শিল্প বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী উপস্থিত থাকার। রাজ্যপালও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে গত দু বছর বন্ধ ছিল রাজ্যের বিশ্ববাংলা শিল্প শিল্প সম্মেলন। এবার ফের শিল্প সম্মেলন করবে রাজ্য। আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী এই শিল্প সম্মেলনের জন্য রাজ্যপালকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিদেশে গিয়ে বাংলার শিল্পের হয়ে সওয়ালের অনুরোধ করা হয়। এর রেশ না কাটতেই পুরনো টুইটের উল্লেখ করে রাজ্যপাল বিশ্ববাংলা শিল্প সম্মেলনের হিসেব চাইলেন।

কাছাড়ের ভৈরবপুরে জলজীবন মিশনের ৫৭ লক্ষের কাজে ব্যাপক অনিয়মের প্রতিবাদে সরব গ্রামবাসী

কালাইন (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : জলজীবন মিশনের ৫৭ লক্ষ টাকার কাজে ব্যাপক অনিয়মের প্রতিবাদে সরব হলেন কাছাড়ের ভৈরবপুর গ্রামের শতাধিক পুরুষ মহিলা। পুকুরচুরি বন্ধ না হলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে গুয়াহাটিতে যেতেও পিছ-পা হবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ জনগণ। ঘরের সামনে জলের নল বসানোর নামে দেদার অর্থ সংগ্রহ করছেন ঠিকাদারের কর্মীরা। একে-তো নিম্নমানের কাজ, অন্যদিকে দুঃসাহসিকভাবে গরিব অসহায় লোকজনদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সরাসরি টাকা দাবি করছেন জলজীবন মিশনের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের কর্মীরা। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের শিলচর ডিভিশন ওয়ানের অধীনস্থ কালাইনের পার্শবর্তী ভৈরবপুর পার্ট ওয়ান ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমে রিট্রোফিটিং কাজের জন্য সরকার ৫৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। কিন্তু অত্যন্ত নিম্নমানের কাজের মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ নয়ছয়ের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে গ্রামের লোকজনদের।

আজ সোমবার গ্রামের অসংখ্য ক্ষুব্ধ পুরুষ মহিলা ওই জল সরবরাহ প্রকল্পের সামনে জমায়েত হয়ে নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রতিবাদী লোকজনেরা সংবাদকর্মীদের ডেকে সরকারি অর্থের চূড়ান্ত নয়ছয়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। গ্রামের প্রবীণ নাগরিক বীরেন্দ্র রায়, সুভাষ নাথ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সন্তোষ রায়, রঞ্জিত রায়, সোমা রায়, প্রফুল্ল রায়, নিয়তি নাথ, সমিতারানি নাথ, গপিতা নাথ, চারুরানি নাথ, সুমন রায়রা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার ঘর-ঘর নল, ঘর-ঘর জল স্লোগানের মাধ্যমে জলজীবন মিশন চালু করেছে। প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে জলজীবন মিশনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ভৈরবপুরের ক্ষুব্ধ জনগণ অত্যন্ত পরিতাপের ভাষায় জানান, অসমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা যেখানে প্রতিটি বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার অবজ্ঞা করে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ জলজীবন মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নে পুকুরচুরি করছে কীভাবে?

ভৈরবপুর প্রথম খণ্ড জল সরবরাহ প্রকল্প পুনঃনির্মাণ তথা সংস্কার কাজে বরাদ্দকৃত অর্থের সিঁকিভাগও প্রকৃত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। মোট ৫৭ লক্ষ টাকার কাজে ব্যাপক নয়ছয় করা হচ্ছে।

লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০০ হেক্টর জমিতে বেদখলকারীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন

হোজাই (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : গতকাল সোমবার থেকে হোজাই জেলার অন্তর্গত লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০০ হেক্টর জমি জবরদখলকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে শুরু হয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। গতকালের মতো আজ মঙ্গলবার সকালে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে পুলিশ, আধা-সেনা বাহিনী, হাতি, এসকেভেটর (জেসিবি) নিয়ে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকরিকরা। গতকাল প্রথম দফায় লামডিং বনাঞ্চলের ভেটনালা, কমরপানি পাগলাবস্তি এবং হাজিবস্তির প্রায় ৬০ শতাংশে ভূমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। আজ লাংসিপাই, গরুবস্তি সহ বাকি ৪০ শতাংশ ভূমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। সরকারি সূত্রের খবর, লাংডিং বনাঞ্চলের জমি অবৈধভাবে দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি করে কৃষিকর্ম চালিয়ে যচ্ছিল অবৈধ বেদখলকারীরা। তাদের উচ্ছেদ করতে জেলা প্রশাসন ড্রোনের সহায়তা নিয়ে বেদখলকারীদের চিহ্নিত করেছিল। সে অনুযায়ী বনাঞ্চলের কমারপানি অঞ্চলে ২০০ ঘর ইসলাম ধর্মাবলম্বী, পাগলাবস্তিতে গারো জনগোষ্ঠীর ৫৫ ঘর, হাজিবস্তিত গারো এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর ৬০ ঘর, ভেটনলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী ১৭০ ঘর, লাংসিপাই গারোবস্তিতে গারো জনগোষ্ঠীর ৩৫ ঘর মানুষ বসবাস করছিলেন। তাদের সেই সব স্থান ত্যাগ করতে হোজাই জেলা প্রশাসন সম্প্রতি নোটিশ পাঠিয়েছিল। জেলা প্রশাসনের নোটিশ পেয়ে ওই সব কয়েকটি অঞ্চল থেকে বহু মানুষ নির্বিবাদে নিজেরাই অন্যত্র সরে গেছেন। প্রসঙ্গত, লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বহু মূল্যবান গাছ-গাছালি ছিল। কিন্তু বেদখলকারীরা সেই সব গাছ-গাছালি কেটে ময়দানে পরিণত করে ফেলেছে। কেবল রাস্তার দু-ধারে বনাঞ্চলের কিছুটা অস্তিত্ব রেখেছে তারা। লামডিং বনাঞ্চলে ভূমির পরিমাণ ২২, ৪০২.৮৩০ হেক্টর। পরিচালনার সুবিধার্থে এই বনাঞ্চলকে লংকা এবং লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বনাঞ্চলের পূর্বে কারবি আংলঙের লাংগ্রি অভয়ারণ্য, পশ্চিমে ডিমা হাসাও (পূর্বতন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা) জেলার লাংটিং-মুপা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এই অরণ্যকে 'ধনশিরি-লামডিং এলিফেন্ট রিজার্ভ' নামেরে হাতিপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে গেছে এলিফেন্ড করিডর। কিন্তু বনাঞ্চলটিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর ফলে হাতিপ্রকল্পে বিপদের ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। গত ৩ মাস আগও এই বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিল প্রশাসন। তখনএই অঞ্চলে বেদখলকারীদের সঙ্গে হাঙ্গামা হয়েছিল পুলিশের। বেশ মারপিটও হয়েছিল। ওই ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ এবং সধারণ মানুষ আহত হয়েছিলেন। এর পর জেলা প্রশাসন সাময়িকভাবে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রেখেছিল।

টিকাকরণকে আবশ্যিক করা যাবে না নিউজিল্যান্ডে বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের

অকল্যান্ড, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : টিকাকরণকে আবশ্যিক করা যাবে না নিউজিল্যান্ডে। এই দাবিতে পথে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। পরিস্থিতি দেখে সতর্কতা অবলম্বন করতে নিউজিল্যান্ডের সংসদে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সংসদে ঢোকার দুই প্রবেশপথ। প্রচুর পরিমাণে পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও প্রতিবাদ ছিল শান্তিপূর্ণই।

বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা 'স্বাধীনতা' কিংবা 'কিউইরা গিনিপিগ নয়'-এর মতো স্লোগান। তারা জানাচ্ছে, সরকার সব রকম নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক। সেই সঙ্গে টিকাকরণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার সরকারি সিদ্ধান্তও প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক বলেই দাবি।

সংসদের বাইরে উপস্থিত এক বিক্ষোভকারী সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, "আমাকে জোর করা যাবে না। জোর করে আমার শরীরে এমন কিছু প্রবেশ করানো যাবে না যা আমি চাই না। আমার সরকারের কাছে দাবি, ২০১৮ ফিরিয়ে দাও। সোজা কথা। আমার স্বাধীনতা আমি ফেরত চাই।"

গোটা বিশ্বের মতোই নিউজিল্যান্ডও করোনার সংক্রমণে রাশ টানতে লকডাউন কিংবা অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। গত মাসেই সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন পরিষ্কার করে দিয়েছেন, দেশে ৯০ শতাংশ টিকাকরণ না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ততদিন পর্যন্ত যাবতীয় কড়াকড়ির পথেই থাকবে প্রশাসন। আর এতেই ক্ষুব্ধ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এহেন সিদ্ধান্ত তাঁদের স্বাধীনতার পরিপন্থী। অবিলম্বে তাই এই ধরনের পদক্ষেপ থেকে সরে আসুক প্রশাসন।

উল্লেখ্য, যদিও বিশ্বের বহু দেশের তুলনাতেই নিউজিল্যান্ডে এখনও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সংক্রমণ। এখনও পর্যন্ত সেদেশে আক্রান্ত হয়েছে ৮ হাজার জন। মৃত ৩২। মঙ্গলবার নতুন করে ১২৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ হয়েছে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

১১ নভেম্বর অবধি অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস তামিলনাড়ুতে, ভাসবে পুদুচেরিও

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারী ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে এমনিতেই বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু। বেহাল অবস্থার মধ্যেই তামিলনাড়ুতে ফের শুরু হল ভারী বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি চলবে আগামী ১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। শুধু তামিলনাড়ু নয়, এই সময়ে বৃষ্টিতে ভাসবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিও। তামিলনাড়ুর বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে মঙ্গলবার ডিডিজিএম-আইএমডি ডাঃ এস বালাচন্দ্রণ জানিয়েছেন, বুধবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ুতে। ৯-১১ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু উপকূল ও শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে যেতে বারণ করা হচ্ছে। ডাঃ এস বালাচন্দ্রণ আরও জানিয়েছেন, বুধবার কুড্ডালোর, ভিলুপ্পুরম, শিবগঙ্গা, রমন্থপুরম ও কারাইকালে অতিভারী বৃষ্টি হবে। ১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার তিরুভাল্লুর, চেন্নাই, কাঞ্চিপুরম, চেঙ্গালপাট্টু, ভিল্লুপুরম, তিরুভান্নামালাই-এ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের মধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, বৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আম্মা ক্যান্টিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুদুচেরিতেও। তাই ১০ ও ১১ নভেম্বর পুদুচেরিতে বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল ও কলেজ।

হিমাচলের কিন্নরে ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প, কাঁপল শিমলা-মান্ডি

শিমলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা। মঙ্গলবার বিকেল ৪.২৭ মিনিট নাগাদ কিন্নর জেলায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে, ৩১.৮৮ অক্ষাংশ এবং ৭৮.৬৯ দ্রাঘিমাংশ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শিমলা থেকে ১৬৭ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর পূর্বে এবং মান্ডি থেকে ১৭০ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠ থেকে ১৬৮ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ছিল উপকেন্দ্র। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

দীপাবলি থেকে হোলি পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দেবে উত্তর প্রদেশ সরকার : যোগী আদিত্যনাথ

বদায়ু, ৯ নভেম্বর (হি.স.): দীপাবলি থেকে হলি পর্যন্ত বিনামূল্যে উত্তর প্রদেশের জনগণকে রেশন দেবে উত্তর প্রদেশ সরকার। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের বদায়ুতে আশ্বস্ত করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন যোগী বলেছেন, দীপাবলি পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে কেন্দ্র। এবার দীপাবলি থেকে হোলি পর্যন্ত রেশন দেবে রাজ্য সরকার। এর অধীনে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য, ১ কেজি ডাল, রান্নার তেল, ১ কেজি চিনি এবং ১ কেজি লবণ দেওয়া হবে, পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে। টিকাকরণ নিয়ে নিজ সরকারের সাফল্য তুলে ধরে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মহামারী চলাকালীন বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা, রেশন এবং ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছি আমরা। উত্তর প্রদেশে ১৩.৫ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে এবং আমরা যখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম, তখন টুইটারে ছিল বিরোধিরা, তাই নির্বাচনের সময় তাদের টুইটারেই জবাব দেওয়া উচিত।'

করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় নবনির্মিত মনসা মন্দির প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন বিধায়কের

লোয়াইরপোয়া (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়ায় নবনির্মিত মনসা মন্দির প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণে সরকারিভাবে দশ লক্ষ টাকা ও বিধায়কের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দিনব্যাপী নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছিল মন্দিরে। পরে এদিন বিকেলে বিধায়ক সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিধায়কের হাত ধরে নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বিধায়ক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে সর্বত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।

দিল্লির বাতাসে সামান্য উন্নতি, ভীষণ থেকে হল সামান্য খারাপ

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): সামান্য উন্নতি হল দিল্লির বাতাসে। দীপাবলির পর থেকে বিগত ৩-দিন ধরে দিল্লির বাতাস ছিল ভীষণ খারাপ, মঙ্গলবার দিল্লি-এনসিআর-এর বাতাসে সামান্য উন্নতি হয়েছে। ধোঁয়াশা কিছুটা কাটলেও, কুয়াশা দিল্লির আকাশকে ঢেকে রেখেছিল। মঙ্গলবার সকালে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভীষণ খারাপ থেকে মঙ্গলবার কিছুটা উন্নতি হয়েছে দিল্লির বাতাসের। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৭২।

দিল্লির অক্ষরধাম ও আশ্রম, লক্ষ্মীনগর-প্রভৃতি এলাকা এদিন সকালে ছিল ধোঁয়াশা ও কুয়াশার দখলে। দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম ছিল। শুধু দিল্লি নয়, পার্শবর্তী হরিয়ানার গুরুগ্রামের আবহাওয়াও এদিন খারাপ "খুব খারাপ"। দিল্লিতে দূষণ রুখতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেই পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ। জানানো হয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ুদূষণ মোকাবিলায় সমস্ত ইটভাটা বন্ধ রাখা উচিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বাধিক করতে হবে।

সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ দেবভূমি উত্তরাখণ্ড : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): স্থাপনা দিবসে "দেবভূমি" উত্তরাখণ্ডের জনগণকে অভিনন্দন জানালেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং উষ্ণ আতিথেয়তার প্রশংসা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। উত্তরাখণ্ডের সার্বিক প্রগতিও কামনা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

৯ নভেম্বর দিনটি উত্তরাখণ্ডের স্থাপনা দিবস। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'স্থাপনা দিবসে উত্তরাখণ্ডের জনগণকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। দেবভূমি হিসেবে পরিচিত, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ উত্তরাখণ্ড। রাজ্য ও রাজ্যের জনগণ আগামী দিনে প্রগতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাক, এটাই কামনা করছি।'

মুম্বইয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি, প্রাণে বাঁচলেন ৯ জন

মুম্বই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি একতলা বাড়ি। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ মুম্বইয়ের অ্যানটপ হিল এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি একতলা বাড়ি। গণপতি মন্দিরের উল্টোদিকে জয় মহারাষ্ট্র নগরে অবস্থিত বাড়িটি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের নীচ থেকে ৯ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুম্বই দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ মুম্বইয়ের অ্যানটপ হিল এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি একতলা বাড়ি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। ৯ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সিওনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে বাড়িটি ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি ও সপা-র মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, ভোটে একই লড়বে বিএসপি : মায়াবতী

লখনউ, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপি ও সমাজবাদী পার্টিকে একযোগে আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। বললেন, বিজেপি ও সপা-র মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না আমরা। মায়াবতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল একই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মঙ্গলবার মায়াবতী বলেছেন, বিজেপি ও সপা-র মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না আমরা। তাঁরা একই মুদ্রার দু''টি দিক। আমার আত্মবিশ্বাস, ২০০৭ সালের মতোই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব আমরা।

বিজেপি-সহ অন্যান্য দলকে খোঁচা দিয়ে মায়াবতী বলেছেন, 'নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, বিজেপি এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি রাজ্যের মানুষকে প্রলুব্ধ করার নাটক শুরু করেছে। প্রকৃত সত্য হল এই যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার, নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা এবং অসম্পূর্ণ কাজের উদ্বোধন করতে থাকবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'কোনও দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করবে না বিএসপি। আমরা একই লড়ব। কোনও দলের সঙ্গে জোট করার কোনও ইচ্ছা নেই।'

বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জাগ্রত হতে হবে: ড় মনোরঞ্জন ঘোষাল

মনির হোসেন,ঢাকা,০৯ নভেম্বর।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা ড় মনোরঞ্জন ঘোষাল বলেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জাগ্রত হতে হবে। কারণ বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। এতে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর ধর্মকে কোন রাজনীতিতেও আনা যাবে না। অথচ আজ বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে আমরা নিজেদের মনগড়া কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন,মানবতা ও মনুষ্যত্বই ধর্মের মূলকথা। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।আমরা সবাই যার যার ধর্মচর্চা স্বাধীন ভাবে করব। তিনি বলেন,বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধান আবার পুনরুজ্জীবিত হবে বলে আমি মনে করি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় এওয়াজবন্দ সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি ও কালি মন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের কুমিল্লা জেলা আহবায়ক কমিটি, হিন্দু যুব ফোরাম ও হিন্দু ছাত্র ফোরাম চান্দিনা উপজেলা কমিটির অভিষেক ও প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা শ্রী কালিপদ মজুমদার। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মানিক চন্দ্র সরকার। জয় দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন,চান্দিনা মহিলা কলেজের অধ্যাপক রতীন্দ্র কুমার পাল, ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক গোপাল মজুমদার,হিন্দু ছাত্র ফোরামের চেয়ারম্যান অজয় কুমার বিশ্বাস,হিন্দু যুব ফোরামের সেক্রেটারী জেনারেল মানিক সরকার,অধ্যাপক গৌতম কুমার, চেয়ারম্যান প্রার্থী নিমাই মজুমদার প্রমুখ। সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষনা করে ফোরামের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা শ্রী কালিপদ মজুমদার বলেন, আজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনসহ সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষায় এগিয়ে এসে দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান। তিনি হিন্দু সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হয়েছে, হামলা হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে তা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করতে হবে।

দৈনিক সংক্রমণ ওঠা-নামা করছে ভারতে করোনায় মৃত্যু আরও ৩৩২ জনের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। ভারতে ওঠা-নামা করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ১২৬ জন (২৬৬ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৩২ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৯৮২ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২৫ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে এযাবৎ সর্বোচ্চ সুস্থতার হার। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪০,৬৩৮-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,১৮৮, যা ২৬৩ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১০,১২৬ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৯ লক্ষ ০৮ হাজার ৪৪০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৯,০৮,১৬,৩৫৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৩২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬১,৩৮৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৯৮২ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৭,৭৫,০৮৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশিদের জন্য ১৫ নভেম্বর থেকে পর্যটন ভিসা চালু করছে ভারত

ঢাকা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ ২০ মাস বাদে অবশেষে বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটন ভিসা চালু করছে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস। ১২০ দিনের জন্য ভিসা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিক্রম দোরাইস্বামী।

সূত্রের খবর, পর্যটকরা ৩০ দিন ভারতে থাকতে পারবেন। প্রথমে শুধুমাত্র বিমানে চেপেই যাওয়া যাবে ভারতে। পরে অবশ্য স্থল ও রেলপথেও পর্যটন ভিসা চালু করা হবে। করোনা প্রকোপের কারণে গত বছরের মার্চ থেকে বাংলাদেশিদের ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস। দু'দেশের স্থল বন্দরও বন্ধ রাখা হয়। ফলে চরম অসুবিধায় পড়েন কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসার প্রয়োজনে যাওয়া সাধারণ মানুষ। সম্প্রতি করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আসার পরেই বাংলাদেশিদের জন্য মেডিকেল ও বিজনেস ভিসা চালু করে ভারতীয় দূতাবাস। কিন্তু সেই ভিসা পেতেও কালঘাম ছুটে যাচ্ছে অনেকের। ভিসা নিয়ে শুরু হয়েছে রমরমা ব্যবসা।দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটন ভিসা চালুর জন্য ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই অনুরোধে সায় দিল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। এদিন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের জানান, 'প্রথমে সিঙ্গল এন্টি পর্যটন ভিসা চালু করা হবে। তার পরে পূর্ণাঙ্গ ভিসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।'

ছট পূজার প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): ছট পূজার প্রাক্কালে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবার ছট পূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করার কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

মঙ্গলবার এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'ছট পূজা উপলক্ষে, আমি দেশে এবং বিদেশে আমাদের সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।'

তিনি বলেন, ছট পূজা দেশের অন্যতম প্রাচীন উৎসব। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে এর গুরুত্ব রয়েছে। ছট পূজা উপলক্ষে, ভক্তরা দিনের বেলা কঠোর উপবাস পালন করে এবং পরে নদী ও পুকুরের জলে পবিত্র স্নান করে এই পূজা শেষ করে। এই উৎসব সূর্য দেবতা এবং সমগ্র প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্ক দেখানোর একটি অনন্য সুযোগ। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি কামনা করি এই উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করুক সেই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সংকল্পকেও আরও দৃঢ় করুক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পারিবারিক অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে মন্দিরে আশ্রয় নিলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। পারিবারিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিলেন উদয়পুর মাতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গনকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার সাক্ষী উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকার জনগণ। ঘটনা আজ রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায় এলোমেলো ভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকা এক মাঝ বয়সীকে কেন্দ্র করে। এত রাতে একা একজন মহিলার ঘোরাঘুরি করায় সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনগণের মধ্যে।ব্যবসায়ী ও জনগণ এলাকার প্রধান ঝুলন দাসকে খবর দিলে , ঝুলন দাস সহ অন্যান্যরা রাধাকিশোরপুর থানা ও রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ গিয়ে মহিলাকে মহিলা থানায় নিয়ে আসেন ।

এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন মাতাবাড়ি ও উদয়পুর রেল স্টেশন এলাকায় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের দেহ প্রসারিণী অবৈধ দেহ ব্যবসায় জড়িত। যদি এই ধরনের ঘটনা ধরা পড়ে তাহলে মাতাবাড়ির পবিত্রতা নষ্ট হবে এই আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।সংবাদ সূত্রে জানা যায় মহিলা প্রায়শই স্বামী দ্বারা নিগৃহীত হন এই জন্য স্বামীর অত্যাচারে হাত থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ঐ মহিলা মাতাবাড়িকেই বেছে নিয়েছেন। এখন দেখার রাধাকিশোরপুর দুই থানার কর্তা বাবুরা কি সত্য উদ্ঘাটন করেন।

মাতাবাড়ির পেড়াঁর দোকান অস্থায়ী জায়গায় স্থানান্তরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ প্রকল্পে ইতিমধ্যেই একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে পেঁড়ার দোকান সহ মাতাবাড়ি মন্দির চত্বর এলাকার সকল দোকান ভাঙ্গা পড়বে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী দোকান খোলার জন্য শেড ঘর বিতরণের কাজ শুরু করেন সাধারণ প্রশাসন। ফলে বর্তমানে মাতাবাড়ির পেঁড়া সহ দোকানগুলিকে মাতাবাড়ি স্কুল মাঠের অস্থায়ী দোকানে স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আজ লটারির মাধ্যমে এই অস্থায়ী দোকান শেড ঘর গুলি বন্টন করা হয়। আজ মাতাবাড়ির এই সকল দোকানীদের সাথে ব আলোচনায় করেন ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজন সেন, ডি সি এম তন্ময় দেবনাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আজ সকল ব্যবসায়ীদের সামনে লটারি করে ভিটি গুলি বন্টন করা হলেও মাতাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী কুর্মপীঠের আকৃতি বদলের বিরোধিতা করেন স্থানান্তরিত ব্যবসায়ীরা। এই লটারি অনুষ্ঠানে উৎসুক জনতার ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

চুরির ঘটনা বাড়ছে উদয়পুরে, উদ্বিগ্ন জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। ক্রম বর্ধমান চুরির ঘটনায় উদয়পুরের জনগনের নাভিশ্বাস কয়েক গুন বেড়ে গেছে।চুরি , ছিনতাইয়ের ঘটনা উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ যারপর নাই ক্ষুব্ধ। প্রায় প্রতিদিনই বাইক চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে আর কে পুর থানায়, কাকড়াবন থানা ও কিল্লা থানা এলাকায়। এই ধরনের এক চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্টের বগাবাসা কড়ইমুড়া দাস পাড়া এলাকায়।

গতকাল রাতে একই এলাকা থেকে চুরের দল দুটি বাইক চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনা, উদয়পুর বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি অধীন বগাবাসা কড়ইমুড়া দাস পাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় বাইক মালিক ও জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা কড়ইমুড়া দাস পাড়া এলাকায়।সংবাদ সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি বগাবাসা কড়ইমুড়া দাস পাড়া এলাকার বাসিন্দা কার্তিক দাসের পালসার বাইক এবং কমল সাহার বাজাজ ভি বাইক চুরের দল চুরি করে নিয়ে যায়। আজ সকালে বাইক চুরির ঘটনা দেখতে পেয়ে বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। বাগমা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি খোকন সাহার নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল কড়ইমুড়া দাস পাড়া এলাকায় এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকার জনগণের মধ্যে। প্রতিদিন যেভাবে চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তাতে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন সাধারন জনগন। এই জোড়া বাইক চুরির ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্টে জি ডি দাখিলা দিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন বাগমা আউট পোষ্টের ইনচার্জ খোকন সাহা। বাগমা থানার জি ডি নং ২২/২০২১।

২৪ ঘন্টায় ১৬.৮৪ মিলিমিটার বৃষ্টি তামিলনাড়ুতে, মৃত্যু ৫ জনের, বহু ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত চেন্নাই-সহ গোটা তামিলনাড়ু। গত শনিবার থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে মোট ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন তামিলনাড়ুতে। চেন্নাই, থেনি এবং মাদুরাই জেলাতে ঘটেছে এই প্রাণহানির ঘটনা। বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার পাশাপাশি ৫৩৮টি কুঁড়েঘর ভেঙে গিয়েছে, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চারটি বাড়ি। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী কে কে এস এস আর রামচন্দ্রণ জানিয়েছেন, 'বৃষ্টিতে তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ৫৩৮টি কুঁড়েঘর ও চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টি বাড়লে আরও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'তামিলনাড়ুতে বিগত ২৪ ঘন্টায় গড় ১৬.৮৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার মধ্যে চেঙ্গলপেট জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার কম বৃষ্টি হয়েছে। তাই চেন্নাইয়ের নীচু এলাকা থেকে পাম্পিংয়ের সাহায্যে জল নামানো হচ্ছে। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সেনাবাহিনী, জাতীয় বীর্য্য মোকাবিলা বাহিনী, তামিলনাড়ুর দমকল ও অন্যান্যরা।' তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি থামেনি মঙ্গলবারও। এদিন মাদুরাই ও রামেশ্বরম জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। মাদুরাইতে এদিন বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল ও কলেজ।

গত শনিবার থেকেই ভারী এবং অতিভারী বৃষ্টিপাত চলছে তামিলনাড়ুর ৩৬টি জেলায়। জলমগ্ন একাধিক এলাকা। বৃষ্টি থামেনি মঙ্গলবারও। মেরিনা ব্রিজ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। উপড়ে পড়েছে প্রচুর গাছ। চেন্নাইয়ে বহু বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে তামিলনাড়ুতে। বুধবার থেকেই বৃষ্টি বাড়তে পারে।

সুমিত্রা থেকে পাসোয়ান প্রাপকদের পদ্ম-পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): প্রাপকদের হাতে পদ্ম-পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রামবিলাসের ছেলে চিরাগ পাসোয়ান রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। গগৈয়ের স্ত্রী ডলি গগৈ রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। সমভুষন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সুমিত্রা মহাজন। এদিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণের পর সুমিত্রা মহাজন জানিয়েছেন, 'এই সম্মানের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে বহু বছর পর আমার কাজ স্বীকৃতি পেল।'

পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে বিশিষ্ট সামাজিক কর্মী কৃষ্ণাম্মাল জগন্নাথন। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার পর তিনি জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে আমি ভীষণ খুশি। এই প্রাপ্তি সামাজিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।' সমাজকল্যাণ মূলক কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করেছেন লাদাখের চুলটিম ছোনজোর। তিনি নিজেই লাদাখের রামজাক থেকে কার্গিয়াক গ্রাম পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার প্রসারিত এনপিডি সড়ক নির্মাণ করেছেন। পদ্ম সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আদিবাসী মহিলা ভুরি বাই। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার সঙ্গে যুক্ত। আমি যখন একজন শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করি, তখন আমার নিয়োগকর্তা আমাকে মাটির দেওয়াল থেকে ক্যানভাসে লোকশিল্প স্থানান্তর করতে উৎসাহিত করেছিলেন। বিদেশে আমার আঁকা ছবি বিক্রি হয়। এই সম্মানের জন্য খুশি।'

ভোপালের হাসপাতালে শিশু-মৃত্যুতে ক্ষোভ কংগ্রেসের শিবরাজ বললেন তদন্ত শুরু হয়েছে

ভোপাল, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভোপালের সরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে ৪ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মধ্যপ্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অর্চনা জসওয়াল এবং কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মা। তাঁদের মতে, ৪ শিশুর মৃত্যু জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী। পাল্টা বিরোধীদের মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের রেয়াত করা হবে না।

সোমবার রাতে ভোপালের কমলা নেহরু হাসপাতালের শিশুদের আইসিইউ (পিআইসিইউ) বিভাগে আগুন লাগে। শিশু বিভাগে তখন অন্তত ৫০ জন শিশু ভর্তি ছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণেও আনা হয়। তবে তার আগেই মৃত্যু হয় ৪ শিশুর। মঙ্গলবার কমলা নেহরু হাসপাতালে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হয় মধ্যপ্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অর্চনা জসওয়াল এবং কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মা। তখন তাঁরা বলেন, শিশুদের মৃত্যু জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী। হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করানো উচিত।

হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অপরাধমূলক অবহেলার মামলা। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোথায় ঘটেছে এবং কোথায় হয়নি তা জানার জন্য আমি ফায়ার সেফটি অডিটের রিপোর্ট চেয়েছি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় হাসপাতালই ফায়ার সেফটি অডিট করবে।'

ভারতে ১০৯-কোটির উর্ধে টিকাকরণ, ২৪ ঘন্টায় ১০.৮৫-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১০৯.০৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৯ লক্ষ ০৮ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৯,০৮,১৬,৩৫৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৯ লক্ষ ০৮ হাজার ৪৪০ জনকে।

ভারতে ৬১.৭২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১০,৮৫,৮৪৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬১,৭২,২৩,৯৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,৮৫,৮৪৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ১২৬ জন।

১৮ বছর পর হিন্দু ধর্মে ফিরলেন ১৫ জন

মুজফরনগড়, ৯ নভেম্বর (হি. স.): দীর্ঘ ১৮ বছর অপেক্ষার পর আবার স্বধর্মে ফিরে এলেন চারটি মুসলিম পরিবারের ১৫ জন সদস্য। উত্তরপ্রদেশের মুজফরনগরের বঘরার চারটি মুসলিম পরিবারের ১৫ জন সদস্য আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁদের দাবি, ১৮ বছর আগে ভয়ে ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন। এবার স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

বঘরার যশবীরাশ্রমের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা যশবীরজি মহারাজ দাবি করেছেন যে ওই পরিবারের সদস্যরা নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বিনোলি এলাকার ওই ১৫ জন বাসিন্দা সোমবার আশ্রমে এসে আবারও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়ার আর্জি জানান। সেইমতো বঘরার যশবীরাশ্রমের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা আশ্রমেই যাবতীয় আয়োজন করেন। ওই ১৫ জনের 'শুদ্ধিকরণ' হয়। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন ওই ১৫ জন। হোমেরও আয়োজন করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন যে ১৮ বছর আগে এতটাই ভয় দেখানো হয়েছিল যে ধর্ম পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। যে পরিবারের সদস্যরা বিনোলি এলাকায় দিনমজুরির কাজ করেন। এবার পরিবারের পাঁচ পুরুষ, সাত মহিলা এবং তিন মেয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আশ্রমের ব্যবস্থাপক আচার্য মৃগেন্দ্রের দাবি, ওই ১৫ জনের পরিচয় গোপন রাখা হবে। যাতে তাঁরা আতঙ্কিত না হয়ে পড়েন বা তাঁদের কেউ ভয় দেখাতে না পারেন। সেইসঙ্গে দাবি করেন, হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দীর্ঘদিন ধরেই 'ঘর ওয়াপসি' করতে চাইছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁদের স্বপ্নপূরণ করেছেন যশবীরজি মহারাজ। ১৮ বছর আগে তাঁরা ভয়ের কারণে ধর্ম পরিবর্তন করলেও এবার একেবারে স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করেছেন আশ্রমের ব্যবস্থাপক।

তৃণমূলের

● **প্রথম পাতার পর**

গুন্ডাবাহিনী ভয় ভীতি প্রদর্শন করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি বিভিন্ন স্থানে। সুবল বাবু অভিযোগ করেন রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। তদুপরি নির্বাচনে রাজ্যের জনগণ আগামী দিনের জন্য একটি সুন্দর পথ প্রশস্ত করবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ভয়-ভীতি সন্ত্রাস উপেক্ষা করে গণ দেবতাদের পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি, সাংসদ সুস্মিতা দেব প্রমূখ।

খুন

● **প্রথম পাতার পর**

অভিজিৎ দাস এর সঙ্গে আরো কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের অনুমান। ইতিমধ্যেই এক সন্দেহভাজনকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এবার চারদিন পুলিশ রিমান্ডে মূল অভিযুক্ত অভিজিৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। এবং বাকি অভিযুক্তদের জালে তোলার চেষ্টা করবে পুলিশ।

কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

লক্ষ ৪৮ হাজার ৬০৯ জনের। এরমধ্যে প্রথম ডোজ ২৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৫৯ এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫০ জনকে। বর্তমানে রাজ্যে ভ্যাকসিন মজদ রয়েছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯২০টি।

ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

বিটুমিন তেল পড়ে যায়। শ্রমিকের গায়ের গরম তেল পড়ে গুরুতর জখম হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় বলে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এই ভয়াবহ কান্ড ঘটেছে বলেও অভিযোগ।

এমবিবি

● **প্রথম পাতার পর**

এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিকে কলেজ রুমে রক্তের ছাপ পাওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকাশ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

গোমতি জেলা হাসপাতালে।

জানা যায় আক্রমনকারীরা কলেজের পোশাকে ছিল এবং মুখে রুমাল বাধা ছিল। কিছু আক্রমনকারীদের চিনতে পেরেছে। জানা যায় নাম ধাম দিয়ে বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার

● **প্রথম পাতার পর**

পরবর্তীতে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সিদ্ধান্তক্রমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

নং. ডি-২৬০১৬/১/২০১৭/(টেক)
ভারত সরকার
রিজিওন্যাল আউটরিচ ব্যুরো
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক
(এমটি রিজিওন, শিলং)

বিআইডিএস আমন্ত্রণ করা হচ্ছে টেন্ডারের জন্য

বিআইডিএস আমন্ত্রণ করা হচ্ছে আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তির কাছ থেকে পুরনো মহিন্দ্রা জিপ গাড়ি যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর টিআর-০১-বি-০২৪৩। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

গাড়ির বিবরণ	স্থান
মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা জিপ ডিজেল জিপ ইঞ্জিন নম্বর এবং চেসিজ নম্বর-ডিভি-১৬০৪৮ এন্ড সিডিআর-৭৫০ডিপিএইচটি-২কেভি-ডিভি-১৬০৪৮ প্রস্তুতের বছর-১৯৯৭	ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো (ডিএফপি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্র ভারত সরকার রামনগর (৫) আগরতলা-৭৯৯০৯০২ ত্রিপুরা ফোন নং- ৮৮৯০৫৭৯৭৭৩

আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তি জমা দিতে পারেন তাদের টেন্ডার এই ঠিকানায়, দ্যা ডিরেক্টর, রিজিওন্যাল আউটরিচ ব্যুরো, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার, মার্গরেট সাইয়াম বিল্ডিং, নংথাইমাই, শিলং-৭৯৩০১৪, সঙ্গে আর আরনেস্ট মানি হিসেবে জমা দিতে হবে ৩,২১০/- টাকা (তিন হাজার দুইশ দশ টাকা) মাত্র ডিমান্ড ড্রাফট এই বরাবরে, অ্যাকাউন্টস অফিসার, দূরদর্শন, গুয়াহাটি, ১০.১২.২০২১ তারিখের বিকাল ৩ টার মধ্যে। বিডারের নাম খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে লিখে দিতে হবে। বিড খোলা হবে ১৫.১২.২০২১ তারিখ সকাল ১১টায় এই বিষয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা। বিড খোলার সময় বিডারের অনুমোদিত প্রতিনিধি অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে অবশ্যই বাকি টাকা সাত দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। উপরে উল্লেখিত স্থানে গাড়িটি পরিদর্শন করার জন্য রাখা আছে। কোন কারণ না দর্শিয়েই উক্ত অফিস কর্তৃপক্ষ টেন্ডার বাতিল ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। পুরো টাকা জমা করে দরদাতা এক সপ্তাহের মধ্যে গাড়িটি সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন।

তারিখ, শিলং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

স্বাক্ষর
অধিকর্তা
আরওবি শিলং

ক্রীড়াঙ্গন

ভারতের নতুন টি-২০ অধিনায়ক রোহিত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৬ সদস্যের দলে নেই বিরাট

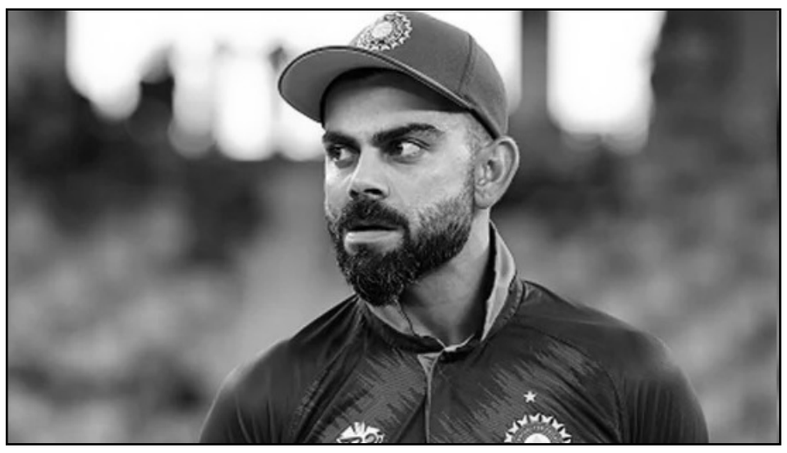

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রত্যাশা মতই ভারতের নতুন টি-২০ ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলেন রোহিত শর্মা। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য মঙ্গলবারই দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তাতেই বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে রোহিতকে নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রত্যাশিতভাবেই সহ-অধিনায়ক হয়েছেন লোকেশ রাহুল। ১৬ সদস্যের টি-২০ দলে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিরাট কোহলি-সহ একাধিক তারকাকে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত বিশ্বকাপের পরই টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন। টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। ব্যাটিংয়ে মনোসংযোগ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেন বিরাট। কোহলির জায়গায় অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে স্বভাবতই সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মাই। নাম ভেসে আসছিল কেএল রাহুল বা বুমরাহর মতো তারকাদেরও। তবে, শেষ পর্যন্ত আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বিসিসিআইয়ের১৬ সদস্যের টি-২০ দলের নেতা হিসেবে রোহিতেই সিলমোহর দিল বোর্ড। সহ-অধিনায়ক হয়েছেন লোকেশ রাহুল।

১৬ সদস্যের টি-২০ দলে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিরাট, বুমরাহ, শামিদের। দলে নেই রবীন্দ্র জাদেজা এবং হার্দিক পাণ্ডিয়াও। সেই সঙ্গে আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার, আবেশ খান, হর্ষল প্যাটেলদের মতো তরুণ তুর্কিরা।

১৬ সদস্যের ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ, ঈশান কিষাণ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, যুজবেন্দ্র চাহাল, আর অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, আবেশ খান, ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহার, হর্ষল প্যাটেল, মহম্মদ সিরাজ।

করোনাভাইরাস: আইসোলেশনে জার্মানির ৫ ফুটবলার

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে শেষ দুই ম্যাচের আগে করোনাভাইরাস আঘাত হেনেছে জার্মানি শিবিরে। কোভিড পজিটিভ হয়েছেন দলটির একজন ফুটবলার। তাকেসহ কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে পাঁচ খেলোয়াড়কে।

জার্মানি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানায়, আক্রান্ত খেলোয়াড়ের টিকার পূর্ণাঙ্গ ডোজ নেওয়া আছে এবং তার শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। বাকি চার খেলোয়াড়ের ফল নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু আক্রান্ত খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে আসায় তাদেরও আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। কারো নাম অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে জার্মান গণমাধ্যম ডয়চে ভেলের খবর, আক্রান্ত হয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখ ডিফেন্ডার নিকলাস সুলে। বাকিরা হলেন তার ক্লাব সতীর্থ জসুয়া কিমিখ, সের্গে জিনাব্রি, জামাল মুসিয়ালা ও সালসবুর্কের ফরোয়ার্ড করিম আদেইয়েমি। গত মাসে নর্থ মেসিডোনিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে বাছাই পেরিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করে জার্মানি। আট ম্যাচের সাতটিতে জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে 'জে' গ্রুপের শীর্ষে আছে হান্স ফ্লিকের দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রোমানিয়ার চেয়ে তারা এগিয়ে ৮ পয়েন্টে। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা শেষ দুই ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে লিখটেনস্টাইনের বিপক্ষে ও রোববার আর্মেনিয়ার মাঠে খেলবে।

চোট নিয়েই আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে গেলেন মেসি, বিরক্ত ক্লাব

প্যারিস, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : চোট নিয়েই আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে গেলেন লিয়োনেল মেসি। সেসির এই সিদ্ধান্তে খুশি নয় প্যারিস সাঁ জারমাঁ।কারন হ্যামস্ট্রিং এবং হাঁটুতে চোটের জন্য প্যারিস সাঁ জারমাঁ-র হয়ে শেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি।এই অবস্থায় দেশের হয়ে খেলতে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর লিয়োনার্দো। তাঁর মতে, এ ভাবে চোট পাওয়া ফুটবলারকে খেলানো অনৈতিক।

কাতার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনার সামনে রয়েছে দুই বড় প্রতিপক্ষ ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। মেসি এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। সে কারণেই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে দেশে ফিরেছেন। তাতেই অসন্তুষ্ট তাঁর ক্লাব। যদিও ফরাসি ক্লাব পিএসজি-র সঙ্গে মেসির যে চুক্তি রয়েছে তাতে একটি ধারায় লেখা রয়েছে, দেশের ম্যাচকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু লিয়োনার্দো এই যুক্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, "জাতীয় দলের হয়ে আমরা সেই ফুটবলারকে খেলতে দিতে রাজি নই, যে চোটগ্রস্ত কিংবা তাঁর পুনর্বাসন চলছে। এটা অনৈতিক। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয়, সে ব্যাপারে ফিফার সঙ্গে প্রকৃত চুক্তি বাঞ্ছনীয়।"

উল্লেখ্য, পিএসজি-তে এখনও নিজের সেরা ছন্দে খেলে উঠতে পারেননি মেসি। এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র আটটি ম্যাচ খেলেছেন। লিগ ওয়ানে এ পর্যন্ত ১২ ম্যাচের পরে ৩১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শীর্ষেই রয়েছে মেসির ক্লাব।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নিউ জিল্যান্ড সিরিজে ভারতের অধিনায়ক রোহিত, নেই কোহলি

বিশ্বকাপের পর নিজেদের প্রথম সিরিজে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে খেলতে যাচ্ছে ভারত। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে আসছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না এই সংস্করণের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া বিরাট কোহলি।

নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য মঙ্গলবার ১৬ সদস্যের দল দিয়েছে ভারত। এই সিরিজের জন্য সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে উদ্বোধনী জুটিতে রোহিতের সঙ্গী লোকেশ রাহুলকে।

কোহলি সরে যাওয়ার পর বিস্ফোরক ওপেনার রোহিত পাকাপাকিভাবে নেতৃত্ব পাচ্ছেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।কোহলি ছাড়াও নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে দলে নেই প্রথম পছন্দের অনেক ক্রিকেটারই। যেখানে বাকি উল্লেখযোগ্য নাম হলো-জাসপ্রিত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা ও মোহাম্মদ শামি। এই চার জনই লম্বা সময় ধরে আছেন খেলার মধ্যে। গত জুনে ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল দিয়ে শুরু করে খেলেছেন আইপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।

অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও পেসার শার্দুল ঠাকুরকেও রাখা হয়নি এই সিরিজের দলে। ইংল্যান্ড সফর ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলে থাকাদের মধ্যে এই সিরিজে আছেন রোহিত, রাহুল, রিশাভ পান্ত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও সূর্যকুমার যাদব। চোটে পড়া শুবমান গিলের বদলি হিসবে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দলেও ছিলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও অভিষেক না হওয়া অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ার, পেসার হার্শাল প্যাটেল ও আবেশ খানকে দলে রাখা হয়েছে। ফিরেছেন ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড়। গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে অভিষেক হয়েছিল আইপিএলের সবশেষ আসরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই ব্যাটসম্যানের।

আইপিএলে দারুণ পারফরম্যান্স করেও বিশ্বকাপ দলে ছিলেন না যুজবেন্দ্র চেহেল। নিউ জিল্যান্ড সিরিজের জন্য এই লেগ স্পিনারকেও ফেরানো হয়েছে। বাদ পড়েছেন তার জায়গায় বিশ্বকাপে খেলা রাহুল চাহার। একই সঙ্গে দলে রাখা হয়নি বৈশ্বিক আসরে তিনটি ম্যাচ খেলে উইকেটশূন্য থাকা বরুণ চক্রবর্তীকে। ভারতের বিশ্বকাপ দলে রিজার্ভ হিসেবে থাকা শ্রেয়াস আইয়ার, আকসার প্যাটেল ও দিপক চাহার ফিরেছেন মূল দলে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ হয়েছে ভারতের কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর পথচলা। এই দায়িত্বে নিউ জিল্যান্ড সিরিজ দিয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করবেন রাহুল দ্রাবিড়। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শুরু ১৭ নভেম্বর। পরের দুই ম্যাচ ১৯ ও ২১ নভেম্বর।

ভারত টি-টোয়েন্টি দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, রিশাভ পান্ত, ইশান কিষান, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, যুজবেন্দ্র চেহেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, আকসার প্যাটেল, আবেশ খান, ভুবনেশ্বর কুমার, দিপক চাহার, হার্শাল প্যাটেল, মোহাম্মদ সিরাজ।

আরবিসিকে চ্যাম্পিয়ন করাটাই আমার লক্ষ্য, দায়িত্ব নিয়ে বললেন বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রথম বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে আইপিএল শিরোপা এনে দিতে চান তিনি। কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েই এমনটাই জানালেন আরবিসির নয়া কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি লড়াইটা শুরু করে দিতে চান।

মঙ্গলবার টুইটারে দলের নিজেদের নতুন কোচ হিসেবে সঞ্জয় বাঙ্গারের নাম ঘোষণা করে আরবিসি। মাইক হেসনের পরিবর্তে বাঙ্গারকে কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েই বাঙ্গার বলেন, 'প্রধান কোচ হিসেবে এত বড় ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নেওয়াটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সম্মানের এবং দারুণ একটা সুযোগ। আমি এই স্কোয়াডে কিছু ব্যতিক্রমী এবং প্রতিভাবান সদস্যের সঙ্গে কাজ করেছি এবং এই দলটিকে চ্যাম্পিয়ন করাটাই আমার লক্ষ্য থাকবে। তার জন্য আইপিএলের মেগা নিলাম এবং এর পরের মরশুম নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ম্যানেজমেন্ট এবং সাপোর্ট স্টাফেদের সাহায্যে আমরা সেরাটা দিতে পারব এবং সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব।'

এর সঙ্গেই তিনি আরও যোগ করেন, 'নিলামের কথা মাথায় রেখে আমাদের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি আরসিবি সমর্থকদের প্রত্যেককে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা একটি শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করব। এবং আইপিএল ট্রফি জয়ের দীর্ঘ দিনের অধরা স্বপ্ন পূরণ করব।'-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites a short Quotation from the bonafide citizen of India for hiring 1 (One) no. private vehicle (four wheeler) for Salema R.D Block. As per the terms & conditions, quotation shall be dropped in tender box which is kept in the chamber of Block Development Officer, Salema RD Block up to 19/11/2021 at 4:30 P.M. in a sealed envelope..

The quotation will be opened on the same date i.e on 19/11/2021 at 5.00 P.M. in presence of bidders/Tenderers who has participated in the quotation.

The vehicle will have to run in good condition for monitoring of the development other activities under Salema R.D Block.

The vehicle is to be Maruti-Suzuki Wagon R/Celerio X, new model (four-wheeler) and must be run in patrol.

Sd/- Illegible
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SALEMA R.D. BLOCK: DHALAI.

ICA-C-2591/21

NOTIFICATION

WHEREAS, the Secretary, State Election Commission, Tripura vide E.Mail/Message No. F.I(6)-Sec/Munc/Gen-Elec/2021/885 dt- 01.11.2021 has requested the undersigned to ensure that licenced fire arms be surrendered before General Election to urban Local Bodies (Municipalities)-2021 so that any likely use of such arms for pre poll/post poll violence is obviated and there is a better control on law and order situation;

AND

WHEREAS, I, **Smt. Vishwasree B, IAS,** District Magistrate, West Tripura District am satisfied that it is necessary, to get all the licensed fire -arms and ammunitions within the jurisdiction of West Tripura District deposited into safe custody to Prevent Pre Poll, Poll and Post Poll violence during the process of ensuing General Election to urban Local Bodies (Municipalities)-2021;

NOW THEREFORE, in exercise of power Conferred upon me under the Arms Act. 1959, I **Smt. Vishwasree B, IAS,** District Magistrate, West Tripura District hereby order that all category of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensees shall be deposited to the respective Police station in West Tripura District except licensed guns of security guards deployed in the Banks latest by **17th November, 2021** unless exempted by the undersigned in writing, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act. 1959.

Any Person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act.1959.

This order shall be applicable till the election process of the General Election to urban Local Bodies (Municipalities)-2021, is over.

Sd/- (SMT. VISHWASREE B, IAS)
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
WEST TRIPURA

ICA-D-1210/21

NOTICE

SUBMISSION OF SPECIMEN COPY OF BOOKS UNDER RRRLF SCHEME

The Office of the undersigned on behalf of the Raja Rammoham Roy Library Foundation (RRRLF), Kolkata invites specimen copies for selection of books and purchase for the financial year 2021-2022. Willing publishers may submit their specimen copies **by 30th November,2021.** After the stipulate date no specimen copy of books will be consider for final selection for 2021-22.

As per norms of RRRLF

- **Preferably books having ISBN number will be accepted.**
- **Books published in the year 2020 & 2021 will be entertained.**
- **Books value not more than Rs. 2000/- (Rupees two thousand) will be selected.**
- **Without printed price specimen copy will not be accepted.**
- **Foreign Publication may not be entertained for selection.**
- **Books selected in the previous year may not be accepted.**
- **Specimen copy will not to be returned back.**
- **The details soft copy of specimen copy(s) in below mentioned excel format must be sent through e-mail-to: bcscl.agt@gmail .com along with physical specimen copy.**

Title	Authors	year	Price (RS)	Publisher Name

Details information regarding submission of specimen copy may be logged in www.bcscl.tripura.gov.in or contact- 0381-232-6645.

Sd/- (DILIP KR.DAS)
Head Librarian & H.O.
&
Convener SLPC, Tripura
Birchandra State Central Library Agartala

ICA-D-1202/21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পদ্মশ্রী নিতে খালি পায়েই মঞ্চে আদিবাসী বৃদ্ধা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : পদ্ম সম্মানের মঞ্চে খালি পায়ে নজর কাড়লেন কর্ণাটকের এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা 'বনের বিশ্বকোষ' তুলসি গৌড়া। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্ত শেয়ার করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীও।

এবারের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকায় রয়েছে ১১৯ জনের নাম। তালিকায় রয়েছেন কঙ্গনা রানাউত, একতা কাপুর, আদনান সামি, করণ জোহরের মতো তারকারা। কিন্তু তবুও এই তালিকায় আলাদা করে নজর কেড়েছেন কর্ণাটকের এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা। খালি পায়ে 'ট্র্যাডিশনাল' পোশাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উদ্দেশে তাঁর করজোড়ে নমস্কার করার দৃশ্যই যেন হয়ে রইল অনুষ্ঠানের সেরা মুহূর্ত। 'বনের বিশ্বকোষ' নামে পরিচিত তুলসি গৌড়া পেয়েছেন পদ্মশ্রী। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্ত শেয়ার করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীও। আসলে তুলসির এই সম্মানপ্রাপ্তি সেই ভারতবর্ষের কথা বলে, যাকে ঢেকে রেখেছে নাগরিক সভ্যতার ঝলমলে অস্তিত্ব। যে ভারতবর্ষ শাশ্বত ভারতবর্ষ। এ দেশের চিরকালীন রূপরেখা সেই ভারতবর্ষের হৃদয়ে। যার প্রতিনিধি হয়ে প্রচারের কৃত্রিম আলোকবৃত্ত থেকে বহু দূরে অরণ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় যে কীর্তি গড়েছেন তুলসি তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। হাক্কাকি উপজাতির ৭৭ বছরের বৃদ্ধা গত ৬ দশক ধরে সবুজায়নকেই 'পাখির চোখ' করে রেখেছেন। এই দীর্ঘ সময়কালে ৩০ হাজার চারা পুঁতেছেন তিনি। তারপর সেই চারাগুলিকে মহীরুহতে পরিণত করেছেন পরম স্নেহ ও ভালবাসায়। অরণ্য দপ্তরের হয়ে নার্সারির কাজে মগ্ন থেকেছেন। আর হয়ে উঠেছেন গাছগাছালি সম্পর্কে অনন্ত জ্ঞানের এক ভাণ্ডারস্বরূপ! কখনও স্কুলে যাননি তিনি। কিন্তু অরণ্যের বুক থেকে পেয়েছেন এমন এক শিক্ষা যা শহুরে ডিগ্রিধারীদের অধরাই থেকে যায়। খোদ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে লিখেছেন, "একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে যাঁরা পদ্মসম্মান পেয়েছেন তাঁদের জন্য গর্বিত।"

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ত্রিপুরার মাইতিয়া রায়াংকে পদ্মশ্রী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ছবি পিআইবি।

প্রযুক্তির যুগেও গন্ডাছড়ার সেনপাড়ায় ভূতের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগেও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে গন্ডাছড়া মহাকুমার অত্যন্ত সেন পাড়ায়। বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন। আধুনিক যুগেও ভূত আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত সেনপাড়ায়। এই ভূত আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে এলাকার জনজাতিরা।

এই ধরনের খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অরিন্দম দাসের নেতৃত্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। ,গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রইস্যাবাড়ি ব্লকের অধিন সেন কুমার পাড়া। সেখানে প্রায় ৪৫ পরিবারের বসবাস। তারা সবাই চাকমা সম্প্রদায়ের। গত কয়েক মাস যাবত সেখানে ভূতের আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রতিদিন বা রাতে ভূতের দল এই পাড়ায় আক্রমনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ভূতের আতঙ্কে গত কয়েকদিনের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। এর ফলে সেন পাড়ার জনজাতিরা একে একে বাড়িঘর ভেঙ্গে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়।

আরও বহু গ্রামবাসী আতঙ্কে গ্রাম ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ধরনের খবর পাওয়া মাত্র গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক দল এলাকা পরিদর্শন করেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দেন। মহকুমা শাসক রইস্যাবাড়ি ব্লকের বিডিওকে নির্দেশ দেন সমগ্র এলাকায় জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে প্রতিটি বৈদ্যুতিক খুটিতে গুলোতে আলো লাগানোর জন্য।

পরিদর্শন কালে মহকুমা শাসক অরিন্দম দাসের সঙ্গে ছিলেন রইস্যাবাড়ি এবং ডুম্বুরনগর ব্লকের বিডিও, গন্ডাছড়া থানার ওসি কিশোর উচুই প্রমুখ।

'রাফালে দুর্নীতি হয়েছে কংগ্রেস আমলেই' ফরাসি পোর্টালের তথ্য তুলে দাবি সম্বিত পাত্রের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): কংগ্রেস আমলেই হয়েছে রাফালে দুর্নীতি। মঙ্গলবার ফরাসি পোর্টালের রিপোর্ট তুলে ধরে এমনই দাবি করলেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তিনি বলেন, কংগ্রেস আমলেই হয়েছে রাফালে দুর্নীতি অথচ ভোটের রাজনীতি করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বারবার দুষছে কংগ্রেস। সম্বিতের কটাক্ষ, বারবার তদন্তের দাবি করা কংগ্রস দলের নাম হওয়া উচিত 'আই নিড কমিশন'।

এদিন নয়াদিল্লির বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেন, 'আমরা দেখেছি কীভাবে বিরোধীরা, বিশেষ করে কংগ্রেস ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাফালে দুর্নীতি নিয়ে মিথ্যে কথা ছড়াচ্ছিল। আসলে ওরা ভেবেছিল এই প্রচারের ফলে রাজনৈতিক ফায়দা মিলবে।' ফরাসি পোর্টালের সাম্প্রতিক দাবিকে সামনে এনে সম্বিত বলেন, 'আজকে আমরা এমন কিছু তথ্য প্রমাণ সামনে আনতে পারি, যার পর স্পষ্ট হয়ে যায় কোন আমলে রাফালে দুর্নীতি হয়েছে। একটি ফরাসি সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ্যে এনেছে যে রাফালে দুর্নীতি হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনা ঘটেছিল ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি 'মিডিয়াপার্ট' নামে একটি ফরাসি পোর্টাল দাবি করেছে, ইউপিএ সরকারের সময়ে রাফালে 'দুর্নীতি' হয়েছে। মিডিয়াপার্ট'-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধ বিমান নির্মাতা সংস্থা দাসাল্ট অ্যাভিয়েশন ভারতে ৩৬টি যুদ্ধবিমান বিক্রি করার জন্য সুশেন গুপ্তা নামে একজন মধ্যস্থতাকারীকে কমপক্ষে ৭.৫ মিলিয়ন ইউরো বা ভারতীয় মুদ্রায় ৬৫ কোটি টাকা দিয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল নকল চালানও। ভারতীয় তদন্তকারীদের হাতে এইসব তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ফরাসি পোর্টালটি ৫৯ হাজার কোটি টাকার রাফাল দুর্নীতির একটি অন্তর্তদন্ত শুরু করছে। সম্বিত পাত্র মিডিয়া পার্টের প্রকাশিত তথ্য সামনে এনে বলেন, 'আসল ঘটনা অন্য হলেও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বাজারে এক ধরনের গুজব ছড়িয়েছিলেন। একের পর সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাফাল দুর্নীতি করেছে।'

সম্বিতের দাবি, ভেবেচিন্তেই উল্টো প্রচার চালানো হয়েছিল। ঘটনা মোটেই কাকতালীয় নয়, বরং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

রামচন্দ্র ঘাট ষষ্ঠ টিএসআর বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ নভেম্বর।। রক্তদান জীবন দান রক্ত দিয়ে মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচান। এই স্লোগানকে পাথেয় করে এদিন রামচন্দ্রঘাট স্থিত টিএসআর হেডকোয়ার্টারে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বরাবরই এই টিএসআর বাহিনী বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে আসছে। এদিন রক্তদান শিবির কে ঘিরে টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গলবার কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত রামচন্দ্রঘাট স্থিত ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ন টি আর আর ক্যাম্প হেড কোয়ার্টারে এক রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান উৎসবের উদবোধন করেন আর্মড পুলিশ ও অঙ্গএর ডি আই জি আই পি এস সৌমিত্র ধর। অনুষ্ঠানে ছিলেন খোয়াই এর এডিসনাল এস পি রাজীব সেনগুপ্ত, খোয়াই জেলা হাসপাতালের চিকিসক রেশমা দেববর্মা, এবং ষষ্ঠ বাহিনীর ইনচার্জ ডেপুটি কমান্ডেন্ট রাজীব নাগ। এটা ছিলো এই বাহিনীর ২৯ তম রক্ত দান শিবির। এখন পর্যন্ত এই বাহিনীর ২১১৫ জন রক্ত দান করেছেন। রক্তদানে যে কোন ক্ষতি হয় না বরং এই দান যে মহৎ দান তা বুঝিয়ে বলেন আর্মড পুলিশ ও অঙ্গ এর ডি আই জি পি সৌমিত্র ধর। রক্ত দানের পর বৃক্ষ রোপন ও করা হয়। শুধু বিষ্ণুপুর নয় আরো বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশ নেয় এই টিএসআর বাহিনী। এই বাহিনীর হেড কোয়াটার বিভিন্ন স্থানে চারা গাছ রোপন করা হয়।

নানা সমস্যায় জর্জরিত আর কে পুর বালিকা বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। নানা সমস্যায় জর্জরিত ইস্ট আর, কে,পুর বালিকা বিদ্যালয়টি। পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম এবং শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় অভিভাবকরা বারবার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ইতিবাচক কোন সাড়া মেলেনি।

দীর্ঘ বছর ধরে উদয়পুর মহকুমার পুর পরিষদ এলাকার ইস্ট আর, কে,পুর বালিকা বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়টি স্থাপন হবার পর থেকেই বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। দীর্ঘ বছর ধরে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়টির দিকে নজর না দেবার ফলে বিদ্যালয়টির সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এলাকার অভিভাবকরা বহুবার বিদ্যালয়টি উন্নয়নের জন্য দাবি জানিয়ে আসলেও তৎকালীন সরকার বিদ্যালয়টির উন্নয়নের জন্য কোন নজর দেয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকার অভিভাবকরা ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদারের কাছে বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য দাবি জানালে বিজেপি পরিচালিত পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে দেন।

দপ্তর ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ শুরু করে।এনিয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা জানান ঠিকাদার ঠিকভাবে কাজ করেনি।প্রথম অবস্থায় কাজ ঠিক মতো করা হয় নি। কপার তার দিয়ে কাজ করার কথা থাকলেও কপার তার লাগানো হয় নি বলে জানান বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা।ফলে প্রায় প্রত্যেকদিন বিদ্যুৎএর তার গুলো গরম হয়ে যায়। আতঙ্কে থাকতে হয় সবাইকে।ঠিকেদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হলেও সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেনি কেউ।বিদ্যালয়টিতে ২৫ জন ছাএ-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। বিদ্যালয়টিতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত হলেও ক্লাস রুম আছে চারটি। ফলে প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি একসঙ্গে ক্লাস হয়। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা দপ্তরকে এগিয়ে আসার দাবি জানানো হয়েছে।

সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিতে দুই দিন ব্যাপী খোয়াই জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের আয়োজিত হল কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ নভেম্বর।। সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিতেই দুইদিনব্যাপী খোয়াই জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কল্যাণপুরে। প্রথমবারের মতো আজ মঙ্গলবার থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের লোটাস কমিউনিটি হলে দুই দিন ব্যাপী খোয়াই জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ উক্ত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য-সচেতক কল্যানী রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস, খোয়াই জেলার জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহ-সভাপতি হরিশঙ্কর পাল, উক্ত অনুষ্ঠানের মূল আহ্বায়ক তথা কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জনা দেববর্মা, কল্যাণপুর চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, সহ আরও অন্যান্যরা।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নাথ। প্রথমেই মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে রিশা পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়। যদিও অনুষ্ঠানটি ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছিল। উক্ত দুই দিন ব্যাপী আগামীকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তাৎপর্যপূর্ণ জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবে এই বছর খোয়াই জেলার মোট ২৩ টি বিদ্যালয় থেকে মোট ৬১ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। উল্লেখ্য, এই কলা উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক বিভাগের মধ্যে উল্লেখ্যণীয় হলো নৃত্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, চিত্রাঙ্কন, হস্ত কারু শিল্প, সহ আরও নানাবিধ বিষয়। পরবর্তীতে উক্ত দুই দিন ব্যাপী খোয়াই জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের এই আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন- "শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়েও প্রতিনিয়তই কিছুটা হলেও সংস্কৃতির মান-উন্নয়ন হচ্ছেই। বর্তমানে দাঁড়িয়ে ছোট্ট পাহাড়িময় রাজ্য গ্রাম বাংলা ত্রিপুরার প্রতিভাব্যপ্ত ছোট্ট ছোট্ট শিল্পীরাও আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে রাজ্যের বাহিরেও অত্যন্ত সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে-যার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে থেমে থাকলেই হবে না, আগামীর ভবিষ্যতের জন্যও আমাদের প্রত্যেকের জোটবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার ধারাকে আরও এককদম এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। এইদিকে আবার প্রথমবারের মতো কল্যাণপুরে দু"দিন ব্যাপী আয়োজিত খোয়াই জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় কল্যাণপুর প্রমোদনগরের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী খুবই খুশি ও আপ্লুত। এছাড়াও তিনি মূলতঃ আশাবাদী যে, আগামীর ভবিষ্যতেও রাজ্য সরকার এবং সংস্কৃতির ভাবধারায় পরিপূর্ণ সমস্ত সাধারণ অংশের মানুষের আন্তরিকতায় ও ভালোবাসায় ছোট্ট পাহাড়িময় রাজ্য গ্রাম বাংলা ত্রিপুরা সহ সমগ্র দেশ ভারতবর্ষের মানুষের সংস্কৃতি চর্চার মান-উন্নয়নের নিরিখে কলা উৎসব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

ভোটের নজর কাড়তে বাজারে এল 'সমাজবাদী আতর'

লখনউ, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের ভোটের বাজারে নজর কাড়তে সুগন্ধ ছড়াবেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। রাজ্যের ভোটের আগে মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব বাজারে এনেছেন নিজের দলের তৈরি আতর। অখিলেশ যাদব যেটা ভেবেছেন, সেটা আর কেউ ভাবেননি। ভোটের প্রচারে মানুষ নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি দেয়। সমাজবাদী পার্টির নেতাদের দাবি, এই আতরই বাইশের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সুগন্ধ ছড়াবে। যে ঘৃণার রাজত্ব চলছে সেখানে ভালবাসা ছড়াবে।

প্রচারে নজর কাড়তে নতুন নতুন স্লোগান তৈরি হয়, পোস্টার, ব্যানার ছাপানো হয়। ইদানিং দলীয় প্রতীক লাগানো ছাতা, টুপি মাই গেঞ্জিও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা বলে আতর! হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন। ভোটমুখী উত্তরপ্রদেশে প্রচারের আলো কাড়তে 'সমাজবাদী আতর' নামের সুগন্ধী বেচবেন অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব নিজের দলের তৈরি আতর বাজারে এনেছেন। যার নাম 'সমাজবাদী আতর'। ২০২২ সালের ভোটকে মাথায় রেখে মোট ২২ রকমের সুগন্ধী দিয়ে আতরটি তৈরি করা হয়েছে। আতরের বোতলে রয়েছে সমাজবাদী পার্টির সাইকেল ছাপ। খোদ সপা সুপ্রিমোর ছবিও রয়েছে তাতে। আতরের বোতলের রং লাল-সবুজ। যা কিনা সপার পতাকারও রং। সমাজবাদী পার্টির নেতাদের দাবি, এই আতরই বাইশের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সুগন্ধ ছড়াবে। যে ঘৃণার রাজত্ব চলছে সেখানে ভালবাসা ছড়াবে।

অখিলেশ এই সুগন্ধী প্রকাশ্যে আনতেই অবশ্য হাসাহাসি শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সমাজবাদী দল সেই দলে আতরের কী কাজ? কেউ কেউ আবার বলছেন, এটা চরম হাস্যকর একটা বিষয়। নেটিজেনদের কেউ কেউ বলছেন,"একটা রাজনৈতিক দল আতর বেচবে। এটা মস্করা ছাড়া কিছু হতে পারে না।"

সমাজবাদী নেতারা অবশ্য এই পদক্ষেপকে মাস্টারস্ট্রোক বলেই মনে করছেন। তাছাড়া অখিলেশের আতর প্রকাশ করাটা নতুন কিছু নয়। এর আগে ২০১৬ সালে নিজের সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে চার রকমের আতর বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাঁর দল।

পুর ও নগর নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। আগরতলা পুরনিগম এবং অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এর জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস দল। প্রদেশ কংগ্রেস মঙ্গলবার ত্রিপুরার ইনচার্জ অজয় কুমারের হাত ধরে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেছে।

আগরতলা পুরনিগম এবং অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আগরতলা শহর এলাকায় প্রচার রেলি সংঘটিত করা হয়। রেলিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলি থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী আবেদন জানানো হয়। এদিন আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে আগরতলা পৌরনিগম এবং অন্যান্য পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলিতে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাধান করার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ইনচার্জ অজয় কুমার। ইনচার্জ অজয় কুমারের হাত ধরে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে দলীয় ইনচার্জ অজয় কুমার অভিযোগ করেন রাজ্যের পুর নিগম , পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। শাসকদল একতরফাভাবে স্থানীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চক্রান্ত করেছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে এ ধরনের প্রয়াস খুবই বিপদজনক বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গণতন্ত্র রক্ষায় কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তিনি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা বলেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুরনিগম যেভাবে পরিচালনা করা হয়েছে বর্তমান সরকারও সেই ভাবেই পরিচালনা করার প্রয়াস নিচ্ছে। জনগণের বাস্তব সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত কোনো উদ্যোগ নেই। বিশেষ করে পুরো নাগরিকদের যে পানীয় জল পান করানো হচ্ছে তা পরিস্রুত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। হাওড়া নদীর দু"পাশে অন্তত ১০হাজার পরিবারের ৪০ হাজার মানুষ প্রতিদিন হাওড়া নদীতে তাদের মলমূত্র ত্যাগ করছে।

সেই জল দিয়ে শহর এলাকার মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কংগ্রেস দল পুরো নিগমের ক্ষমতায় আসলে প্রথমেই হাওড়া নদীর পাশে যে সব পরিবার বসবাস করছে তাদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পয় প্রণালীর ব্যবস্থা করা হবে বলে সুনিদৃষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।তিনি আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে নানা অনিয়মের অভিযোগ করেন।এছাড়াকংগ্রেস কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা ও প্রাক্তন সভাপতি গোপাল রায়, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মিডিয়া সেলের ইনচার্জ প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরীর মা-এর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে জিবি ক্যান্সার হাসপাতালে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। চিকিৎসকদের তথ্যানুসারে শ্রীমতি অরুন্ধুতি পাল চৌধুরীর অস্ত্রোপচার সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দ্রুত সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার আধুনিকীকরণ, সার্বিক পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ও গুচ্ছ সুযোগ সম্প্রসারণ সহ এখন রাজ্যেই হচ্ছে জটিল রোগের চিকিৎসা বা অস্ত্রপচার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।